CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-122 ■ 2 February, 2026 ■ আগরতলা ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ১৯ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

আত্মনির্ভর ভারতের অর্থনৈতিক গতি বাড়াতে তিন 'কর্তব্য' ঘোষণা বাজেটে

স্থিতিশীল উন্নয়নের রূপরেখা ঃ নির্মলা

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১ ফেবুরায়রি ।। কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এ সরকারের আয়-ব্যয় এবং ঋণ পরিস্থিতির বিস্তারিত হিসাব তুলে ধরেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আগামী অর্থবর্ষের জন্য তিনি ৫৩.৫ লক্ষ কোটির বাজেট পেশ করেছেন।

বাজেট অনুমান অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ঋণবিহীন আয় ধরা হয়েছে ৩৬.৫ লক্ষ কোটি টাকা। মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৩.৫ লক্ষ কোটি টাকা। কেন্দ্রের মোট কর আদায় অনুমান করা হয়েছে ২৮.৭ লক্ষ কোটি টাকা।

এছাড়া, বাজার থেকে মোট ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১৭.২ লক্ষ কোটি টাকা। তার মধ্যে ডেটেড সিকিউরিটিজের মাধ্যমে মোট ঋণ নেওয়া হবে প্রায় ১১.৭ লক্ষ কোটি টাকা।

৫৩.৫ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট পেশ

সরকার জানায়, সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ঋণবিহীন আয় ছিল ৩৪ লক্ষ কোটি টাকা, যার মধ্যে মোট কর আদায় ২৬.৭ লক্ষ কোটি টাকা। ওই অর্থবর্ষে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৯.৬ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূলধনী ব্যয় ছিল প্রায় ১১ লক্ষ কোটি টাকা।

বাজেট অনুমান অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে আর্থিক ঘাটতি বা ফিসকাল ডেফিসিট জিডিপির ৪.৩ শতাংশ হবে বলে সরকার আশা করছে। অন্যদিকে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের সংশোধিত হিসাবেও আর্থিক ঘাটতি জিডিপির ৪.৪ শতাংশে স্থির রয়েছে, যা আগের বাজেট অনুমানের সমান।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ঋণ-জিডিপি অনুপাত কমে ৫৫.৬ শতাংশে দাঁড়াবে। যেখানে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এই হার ছিল ৫৬.১ শতাংশ।

অর্থ মন্ত্রকের মতে, এই পরিসংখ্যান দেশের আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন রবিবার জানিয়েছেন, ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও সরকার সর্বস্তরে আত্মনির্ভরতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন, 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্যে দেশের অর্থনৈতিক যাত্রাপথ স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিক উন্নয়নের মাধ্যমে এগোচ্ছে।

নিজের নবম ধারাবাহিক বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে দেশের আর্থিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করাই এই বাজেটের প্রধান লক্ষ্য। লোকসভায় বাজেট ভাষণে সীতারামন বলেন, আমাদের সরকার দ্বিধার পরিবর্তে সবসময় দৃঢ় পদক্ষেপকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। কাঠামোগত সংস্কার, আর্থিক শৃঙ্খলা এবং মুদ্রানীতির স্থিতিশীলতার পাশাপাশি জনপরিকাঠামোয় জোরালো বিনিয়োগ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাণিজ্য ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা হুমকির মুখে। সম্পদ ও সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন ঘটছে। নতুন প্রযুক্তি উৎপাদন ব্যবস্থাকে বদলে দিচ্ছে, পাশাপাশি জল, শক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজের চাহিদা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভারসাম্য বজায় রেখেই ভারত বিকশিত ভারতের পথে এগোবে।

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারের পঞ্চদশ বাজেট ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা খাতে

ভারতের বাজেটে বাংলাদেশের জন্য অর্থ সাহায্য অর্ধেক

নয়াদিল্লি/ঢাকা, ১ ফেব্রুয়ারি ।। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট ঘোষণা হওয়ার পর ভারতের বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা খাতে বাংলাদেশকে বরাদ্দকৃত অর্থ একেবারে অর্ধেক করা হয়েছে। আগের অর্থবর্ষে বাংলাদেশের জন্য ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, এবার তা ৬০ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে।

ভারতের বৈদেশিক উন্নয়ন - এর সাহায্য হিসেবে মোট বরাদ্দ এই বাজেটে ৫,৬৮৬ কোটি টাকা করা হয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে আগের বছর থেকে ৪ শতাংশ বেড়েছে। তবুও বাংলাদেশকে দেওয়া সাহায্য হিসেবে সবচেয়ে বড় কাট দেওয়া দেশের মধ্যে অন্যতম।

সরকারের বাজেট নথি থেকে জানা গেছে, পূর্ববর্তী অর্থবর্ষে ১২০ কোটি টাকার বরাদ্দের মধ্যে কার্যকরভাবে মাত্র ৩৪.৪৮ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল, এমন একটি পটভূমিতে এবার বরাদ্দ আরও কমিয়ে ৬০ কোটি করা হয়েছে।

এই সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের নজরে এসেছে, কারণ বাংলাদেশে সম্প্রতি সংখ্যালঘু নির্যাতন, হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং রাজনৈতিক আগ্রাসনের খবর সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতি কূটনৈতিক সম্পর্ককে টানাপোড়েনের দিকে ঠেলে দিতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

এ বছর বাজেটে একটি বড় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলো চাবাহার বন্দর প্রকল্পের জন্য কোনও বরাদ্দ না রাখা। ইরানের সঙ্গে যৌথভাবে উন্নয়ন করা এই কৌশলগত প্রকল্পে আগে বরাদ্দ থাকলেও, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে একটুও টাকা রাখা হয়নি।

বিশ্লেষকদের মতে, এই সিদ্ধান্তের পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরানের ওপর পুনরায় চাপ এবং সেখানে বাণিজ্য করলে ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি থাকতে পারে, যা ভারতের দৃষ্টিতে এই প্রকল্পে বিনিয়োগের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের পরিবর্তন, সংখ্যালঘু নির্যাতন ও রাজনৈতিক পারিপার্শিকতা ইত্যাদি কারণ মিলিয়ে এই বাজেট সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে ঢাকা-দিল্লির কূটনৈতিক মমতার তাপমাত্রা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

কেন্দ্রীয় বাজেটের এই পরিবর্তন দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও ভবিষ্যৎ সহযোগিতার গতি-প্রকৃতিকে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নতুনভাবে আসে পড়তে পারে।

মধুপুর এলাকায় বাইক চালকের মৃত্যু ঃ শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ ফেব্রুয়ারি।। শনিবার রাতে এক বাইক ও ট্রিপারের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয় বিশালগড় চাম্পামুড়া এলাকার বাসিন্দা নয়ন চৌধুরী (২৩) নামে এক যুবকের। আর বাইক আরোহী বিশ্বজিৎ আচার্জীর অবস্থা বেগতিক দেখে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতলের কর্তব্যরত চিকিৎসক সঙ্গে সঙ্গে জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেয়। অন্যদিকে ট্রিপার চালক ট্রিপার নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

বাইক চালক এবং বাইক আরোহী দুজনই ইকফাই ইউনিভার্সিটির ছাত্র ।কিন্তু এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মধুপুর এলাকার প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রথমে খবর দেয় বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। দপ্তরের কর্মীরা খবর পেয়ে দুর্ঘটনার স্থানে তড়িঘড়ি ছুটে এসে আহত দুজনকে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সমাজদ্রোহীর বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র সহ হামলার অভিযোগ, চাঞ্চল্য মধুপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। কুখ্যাত সমাজদ্রোহী মামন মিয়ার বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা চালানোর মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে নিয়ে এক কৃষকের বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ হামলা চালানো হয় বলে জানা গেছে। এই ঘটনাকে ঘিরে মধুপুর থানাধীন মধ্য পুরাতল এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত মামন মিয়া দীর্ঘদিন ধরেই সমাজবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ রয়েছে। সাম্প্রতিক এই ঘটনায় আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ও বাংলাদেশি ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

চোর সন্দেহে যুবককে আটক করে এলাকাবাসী উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ ফেব্রুয়ারি।। রাতের অন্ধকারে এক যুবককে আটকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়া শান্তিনগর এলাকায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মধ্যরাতে তেলিয়ামুড়া শান্তিনগর এলাকায় চরম উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আটক হওয়া যুবকের বক্তব্য অনুযায়ী, রাত প্রায় ১টা নাগাদ ওই যুবক তার নাবালিকা প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে ওই এলাকায় আসে। অপরদিকে এলাকাবাসীর অভিযোগ, সন্দেহজনকভাবে ওই যুবককে একটি বাড়ির আশপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখে এলাকাবাসীর সন্দেহ জাগে। স্থানীয়রা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দেশবাসীর স্বপ্ন ও প্রত্যাশার প্রতিফলন ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-কে 'ঐতিহাসিক' আখ্যা দিয়ে বলেন, এই বাজেট ১৪০ কোটি ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এবং সংস্কারের যাত্রাকে আরও শক্তিশালী করে 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে একটি স্পষ্ট রূপরেখা তৈরি করেছে।

লোকসভায় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের পেশ করা বাজেটের পর টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই বাজেট একটি 'সুযোগের মহাসড়ক'।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের বাজেট ঐতিহাসিক। এটি ১৪০ কোটি ভারতবাসীর স্বপ্ন ও প্রত্যাশার প্রতিফলন। এটি সংস্কারের পথকে শক্তিশালী করে এবং বিকশিত ভারতের দিকে এগোনোর স্পষ্ট রোডম্যাপ তুলে ধরে।

তিনি জানান, এই বাজেটে দেশের নারীশক্তির ক্ষমতায়িত উপস্থিতির প্রতিফলন রয়েছে। পাশাপাশি, টানা নবমবার বাজেট পেশ করে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন নতুন নজির গড়েছেন বলেও উল্লেখ করেন মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, চলতি বছরের বাজেট 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং 'আত্মনির্ভর ভারত' কর্মসূচিকে নতুন গতি ও শক্তি দিতে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী রূপরেখা তুলে ধরেছে। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

এক নজরে বাজেট

বাড়ছে কিসে ? কমছে কি ?

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ।। কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এ আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এই বাজেটে করছাড় ও শুল্ক নীতিতে পরিবর্তনের ফলে কিছু পণ্যের দাম কমবে, আবার কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে খরচ বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

অর্থমন্ত্রী জানান, দেশীয় উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির পাশাপাশি সাধারণ ভোক্তা ও করদাতাদের স্বস্তি দিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বাজেটে বেশ কয়েকটি আমদানি পণ্যের ওপর শুল্ক কমানো হয়েছে, আবার কিছু ক্ষেত্রে ছাড় প্রত্যাহার বা কর বাড়ানো হয়েছে।

বাজেট ২০২৬-২৭ অনুযায়ী, বিমান যন্ত্রাংশ, মাইক্রোওয়েভের যন্ত্রাংশ, প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং কিছু আমদানি পণ্যের ওপর শুল্ক কমানো হয়েছে। ফলে এগুলির দাম কমতে পারে।

শুল্ক হ্রাসের ফলে মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ইভি ব্যাটারি, সৌর প্যানেল এবং বিমান যন্ত্রাংশ সস্তা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ডায়াবেটিস ও ক্যানসারের ওষুধ-সহ মোট ১৭টি ওষুধের দাম কমবে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, ক্রীড়া সরঞ্জামও ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা গুলির কোনও বাস্তব সমাধান নেই ঃ রাহুল

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ।। সাধারণ বাজেট ২০২৬-২৭ নিয়ে তীব্র সমালোচনা করলেন কংগ্রেস নেতা ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর অভিযোগ, এই বাজেটে দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির কোনও বাস্তব সমাধান নেই।

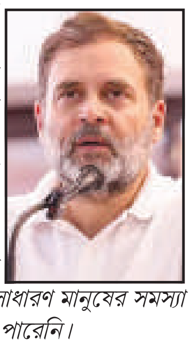

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ দেওয়া এক পোস্টে রাহুল গান্ধী একাধিক উদ্বেগের কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, বর্তমানে দেশের যুবসমাজের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে কর্মসংস্থানের অভাব। পাশাপাশি উৎপাদন ক্ষেত্রের গতি কমছে, বিনিয়োগকারীরা দেশ থেকে পুঁজি সরিয়ে নিচ্ছেন এবং সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ও ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও তিনি বলেন, কৃষকরা চরম আর্থিক সংকটে ভুগছেন এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ধাক্কার আশঙ্কাও বাড়ছে।

রাহুল গান্ধীর দাবি, এই বাজেট 'পথ সংশোধনে অস্বীকার করছে' এবং দেশের প্রকৃত সংকটগুলির প্রতি সম্পূর্ণভাবে উদাসীন। তাঁর মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই বাজেট সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কোনও কার্যকর দিশা দেখাতে পারেনি।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি আরও গতিশীল হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬—২৭ পেশকে স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা) মানিক সাহা। নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় তিনি এই বাজেটকে 'বিকশিত ভারত বাজেট' হিসেবে উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই বাজেট ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে একটি সুদূরপ্রসারী ও দূরদর্শী রূপরেখা, যা আগামী ২৫ বছরের জন্য দেশের উন্নয়নের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

হতাশাব্যাঞ্জক জন বিরোধী ঃ সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। ২০২৬ - ২৭ অর্থ বছরের বাজেটকে হতাশাব্যঞ্জক জনবিরোধী বাজেট বলে উল্লেখ করলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন প্রতিবছরের মতো মুখরোচক কথায় ভর্তি এই বাজেট। গত ১০ ১১ বছর ধরে যা চলে আসছে গতানুগতিকভাবে এবারের বাজেটেও তাই লক্ষ্য করা গেছে। দেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে তা এবারের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দ্বারা পেশকৃত বাজেটে স্পষ্ট।

বিরোধী দলনেতা আরো বলেন, বর্তমান সরকার প্রতি বছরই অনুমান নির্ভর বাজেট পেশ করছে। ফলে বছরের আয় ও ব্যয় কত ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বাজেটে ত্রিপুরা সহ উত্তরপূর্বাঞ্চলে বিদেশি পর্যটক আকর্ষণে জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ।। বিদেশি পর্যটক আকর্ষণে ত্রিপুরা, অসম, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, সিকিম ও মিজোরামে বৌদ্ধ সার্কিট উন্নয়নে উদ্যোগ নেবে কেন্দ্র। আজ বাজেটে ঘোষণা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

লোকসভায় টানা নবমবারের মতো কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে এই নজিরবিহীন সাফল্যের মধ্য দিয়ে তিনি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটের রূপরেখা তুলে ধরেন।

বাজেট ২০২৬-এ অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরা, অসম, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, সিকিম ও মিজোরামে বৌদ্ধ সার্কিট উন্নয়নের ঘোষণা করেন। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য উত্তর-পূর্ব ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলিকে ঘিরে পর্যটন বিকাশ ঘটানো এবং বিদেশি পর্যটক আকর্ষণ করা।

এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মন্দির ও মঠ সংরক্ষণ ও আধুনিকীকরণ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বাজেট

ক্যান্সার ও বিরল ওষুধের শুল্ক মকুব উত্তর ভারতে হবে দ্বিতীয় নিমহান্স

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ।। ক্যানসার ও বিরল রোগে আক্রান্ত রোগীদের বড় স্বস্তি দিল কেন্দ্র সরকার। রবিবার সংসদে ২০২৬ সালের নবম কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ঘোষণা করেন, ক্যানসারের ১৭টি ওষুধ এবং বিরল রোগের ৭টি ওষুধে কাস্টমস শুল্ক সম্পূর্ণ মকুব করা হবে। পাশাপাশি উত্তর ভারতে একটি দ্বিতীয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড নিউরোসায়েন্সেস (নিমহান্স) স্থাপনের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী জানান, চিকিৎসার খরচ কমাতে ১৭টি ওষুধ ও ওষুধজাত পণ্যের উপর বেসিক কাস্টমস ডিউটি সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিশেষ ওষুধ, খাদ্য ও চিকিৎসা সামগ্রীর ব্যক্তিগত আমদানির ক্ষেত্রে আরও ৭টি বিরল রোগকে শুল্কছাড়ের আওতায় ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

'বিকশিত ভারত'-এর সংকল্প বাস্তবায়নের পথে একটি শক্তিশালী ও অনুপ্রেরণাদায়ক পদক্ষেপ ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব ও দিশানির্দেশনায় আজ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন দ্বারা প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬—২৭, 'বিকশিত ভারত'-এর সংকল্প বাস্তবায়নের পথে একটি শক্তিশালী ও অনুপ্রেরণাদায়ক পদক্ষেপ। বাজেট সম্পর্কে নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এমনটাই বললেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি বলেন, এই বাজেট যুবসমাজের জন্য নতুন সুযোগ, কৃষকদের জন্য সুরক্ষা, উদ্যোক্তাদের জন্য উৎসাহ, মধ্যবিত্তদের জন্য স্বস্তি এবং শ্রমজীবীদের জন্য সম্মান নিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে এটি উদ্ভাবন, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের প্রসার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা,২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ইং
১৯ মাঘ, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ভবিষ্যৎমুখী বাজেট

ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের যে বাজেট পেশ করিয়াছেন, তাহা মূলত দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব এবং পরিকাঠামোগত আধুনিকীকরণের ওপর জোর দিয়াছে। এই বাজেটকে একাধারে যেমন ''ভবিষ্যৎমুখী'' বলা হইতেছে, অন্যদিকে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও বিরোধী রাজ্যগুলোর পক্ষ থেকে কিছু সমালোচনারও জন্ম দিয়াছে।বাজেটউন্নয়নের রোডম্যাপ নাকি প্রত্যাশার অপূর্ণতা?ভারত যখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়া অগ্রসর হইতেছে, তখন ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থমন্ত্রীর নবম বাজেটে বড় কোনো চমক বা ''পপুলিস্ট'' ঘোষণার চেয়ে বরং নীতিগত ধারাবাহিকতা বজায় রাখিবার চেষ্টা বেশি দৃশ্যমান।বাজেটে মূলধনী ব্যয় বরাদ্দ বাড়াইয়া ১২.২ লক্ষ কোটি টাকা করা হইয়াছে। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করিতে সাতটি নতুন হাই-স্পিড রেল করিডোর (যেমন: চেন্নাই-বেঙ্গালুরু-হায়দ্রাবাদ) এবং নতুন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর (ডানকুনি-সুরাট) গড়িবার পরিকল্পনা পরিকাঠামো খাতে বড় গতি আনিবে। সেমিকন্ডাক্টর মিশন ২.০ এবং ইলেকট্রনিক্স উৎপাদনে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। এছাড়া এআই অর্থনীতি এবং ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য ''এভিজিসি ল্যাব'' স্থাপনের সিদ্ধান্ত নতুন প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করিবে।পাঁচটি আঞ্চলিক মেডিকেল হাব এবং তিনটি নতুন ''অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ'' স্থাপনের ঘোষণা স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করিবে। বিশেষ করিয়া ক্যান্সার ও বিরল রোগের ১৭টি জীবনদায়ী ওযুধের ওপর কাস্টমস ডিউটি কমানোর সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত মানবিক ও ইতিবাচক। রাজকোষ ঘাটতি জিডিপির ৪.৩-এ নামাইয়া আনিবার লক্ষ্যমাত্রা বিশ্ব বাজারে ভারতীয় অর্থনীতির স্থিতিশীলতার বার্তা দেয়। গত বছরের বড় পরিবর্তনের পর এবার সরাসরি আয়কর স্ল্যাবে বড় কোনো পরিবর্তন না আসায় সাধারণ চাকুরিজীবীরা কিছুটা হতাশ। যদিও নতুন ''ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ২০২৫'' কার্যকর করিবার কথা বলা হইয়াছে, তবে এর সুফল কতটা সাধারণ মানুষের পকেটে পৌঁছাইবে তাহা নিয়া সংশয় রহিয়াছে।পশ্চিমবঙ্গ, কেরল এবং তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলো থেকে বাজেটে ''উপেক্ষিত'' হওয়ার অভিযোগ উঠিয়াছে। বিরোধী দলগুলোর মতে, এই বাজেটে নির্বাচনী রাজ্যগুলোর ওপর বেশি নজর দেওয়া হইয়াছে, যাহা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর জন্য নেতিবাচক হইতে পারে।বাজেটে এআই এবং প্রযুক্তির ওপর জোর দেওয়া হইলেও, অসংগঠিত ক্ষেত্র এবং কৃষি খাতে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বা গ্রামীণ কর্মসংস্থানে সরাসরি বড় কোনো প্যাকেজের অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে।ইক্যুইটি ডেরিভেটিভসের ওপর সিকিউরিটি ট্রানজ্যাকশন ট্যাক্স বৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কিছুটা অসন্তোষ তৈরি হইয়াছে, যাহার প্রভাব বাজারের ওপর পড়িতে দেখা গেছে।সামগ্রিকভাবে, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটটি সস্তা জনপ্রিয়তার পথে না হাটিয়া ''বিকাশশীল ভারত''-এর ভিত মজবুত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। পরিকাঠামো, সেমিকন্ডাক্টর এবং প্রযুক্তিতে যে বিনিয়োগের ডাক দেওয়া হইয়াছে, তাহা দীর্ঘমেয়াদে ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবে। তবে মুদ্রাস্ফীতির চাপে থাকা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে আরও সরাসরি পদক্ষেপের অবকাশ ছিল।

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে দেশজুড়িয়া অ্যাকাডেমিক জোন গড়িবার ঘোষণা করিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। রবিবার ইতিহাস গড়িয়াছে ভারতের বাজেট প্রথা। টানা নবমবারের মতো সংসদে বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আর একাধিক রাজ্যের নির্বাচনের আগে সেই বাজেটে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে নারী শিক্ষার উপর। ভারতের কেন্দ্রীয় বাজেট হইল একটি বার্ষিক আর্থিক দলিল, যাহা আগামী অর্থবছর সরকারের আয়-ব্যয়, কর ও বিনিয়োগের পরিকল্পনা নির্ধারণ করে। এবার বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিকাঠামো জোরদার করিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানাইয়াছেন, শিক্ষা থেকে কর্মসংস্থানে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্থায়ী কমিটি গঠনের পরিকল্পনা করছে সরকার। এই কমিটি পরিষেবা ক্ষেত্রের বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সর্বোত্তম করিবার জন্য ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাধিকার দেবে এবং পরিষেবা খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো নতুন প্রযুক্তির প্রভাব পর্যালোচনা করিবে। তিনি আরও জানান, সারা দেশে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় টাউনশিপ তৈরি হইবে। এর মধ্যে থাকিবে গবেষণাকেন্দ্রও। পাশাপাশি, মহাকাশ গবেষণা ও ইতিহাস গবেষণায় জোর দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় জানানো হইয়াছে, দেশের পূর্বাঞ্চলে একটি নতুন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইন স্থাপন করা হইবে, যাহা ওই অঞ্চলের ডিজাইন শিক্ষা ও শিল্পোন্নয়নে নতুন গতি আনিবে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে নারী শিক্ষার প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। নির্মলা সীতারামন জানাইয়াছেন, প্রতিটি জেলায় একটি করিয়া মেয়েদের হস্টেল গড়ে তোলা হইবে। সেই সঙ্গে দেশে 'আয়ুর্বেদ' শিক্ষার প্রসার ঘটাইতে বড় ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশে তিনটি এইমস এবং তিনটি 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ' তৈরি করা হইবে। গুজরাটের জামনগরে অবস্থিত হু গ্লোবাল মেডিসিন সেন্টারের পরিকাঠামোও উন্নত করা হইবে বলিয়া জানানো হইয়াছে। তবে শুধু আয়ুর্বেদ নয়, দেশে সার্বিক শিক্ষার উপরেও এই বাজেটে জোর দিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। রবিবার সংসদে বাজেট পেশের সময় অর্থমন্ত্রী জানান, সারা দেশে ১৬ হাজার নতুন সেকেন্ডারি স্কুল তৈরি হইবে। একই সঙ্গে পর্যটনে গাইড প্রশিক্ষণেও যত্নবান হওয়ার কথা বলা হইল ২০২৬ কেন্দ্রীয় বাজেটে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চিকিৎসা পরিষেবা ও মেডিক্যাল টুরিজম বাড়াইতে পাঁচটি রিজিওনাল মেডিক্যাল হাব গড়িয়া তুলিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। এছাড়াও ডিজিটাল ও সৃজনশীল দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে এভিজিসি কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব স্থাপনের প্রস্তাব রাখা

হইয়াছে, যাহা অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল ইফেক্টস, গেমিং ও কমিক্স খাতে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াইবে। এছাড়াও দেশে একাধিক কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্য এই বাজেটে জানানো হয়। সেই সঙ্গে এআই প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর দিকেও জোর দেওয়া হইয়াছে।বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য রক্ষা ও স্থিতিশীল বর্ধনের প্রয়োজন-এ সবই বাজেটের মূল চ্যালেঞ্জ। অর্থ-জীবন বিশ্লেষকরা মনে করেন, বাজেট ২০২৬-২৭ শুধুমাত্র কর-ছাড় বা স্বল্পমেয়াদি সুবিধা নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি বিকাশ, কর ব্যবস্থা সহজীকরণ ও নীতিগত নিশ্চিততার দিকে জোর দিবে।

২০২৬-২৭ সালের বাজেট বরাদ্দে অর্থ কমিশনের মাধ্যমে রাজ্যগুলির সাথে ভাগ করা মোট সম্পদের পরিমাণ ১৬.৫৬ লক্ষ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি, ০১ ফেব্রুয়ারি ।। শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা, কাঠামোগত সংস্কার এবং স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশের কারণে ভারতের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ইতিবাচক রয়েছে। এই বছরে দেশ তিনটি সার্বভৌম রেটিং আপগ্রেড পেয়েছে। সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট পেশ করার সময় কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের উপস্থাপিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো বিবৃতি এবং মধ্যমেয়াদী রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব নীতি কৌশল বিবৃতি অনুসারে, মূল্যস্ফীতির সম্ভাবনা অনুকূল রয়েছে। বাজেট দলিলে আরও বলা হয়েছে যে, সরকারি বিনিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ, শ্রমবাজার সংস্কার, মানবসম্পদ বিনিয়োগ, কর সংস্কার, ডিজিটাল রূপান্তর এবং অর্থনীতির আনুষ্ঠানিকীকরণ অর্থনীতিকে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির পথে চালিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। কর্পোরেট ও আর্থিক খাতে শক্তিশালী ব্যালেন্স শিট এবং বেসরকারি খাতের বর্ধিত বিনিয়োগের ফলে প্রবৃদ্ধির একটি ইতিবাচক চক্র তৈরি হবে বলেও আশা করা হচ্ছে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর বিবৃতি

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম অগ্রিম অনুমান অনুসারে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ভারতের প্রকৃত জিডিপি ৭.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে, যেখানে নমিনাল জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার হবে ৮ শতাংশ। পরিষেবা খাতই প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে রয়েছে এবং এটি ৯.১ শতাংশ হারে প্রসারিত হয়েছে। উৎপাদন ও নির্মাণ খাত ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি খাত ৩.১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম অগ্রিম অনুমানের তুলনায় নামমাত্র জিডিপি ১০.০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

ভোগ ও বিনিয়োগ

অভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে। ব্যক্তিগত চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় (পিএফসিই) ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে, যা জিডিপি-র ৬১.৫ শতাংশ হবে --- এটা ২০১২ অর্থবছর থেকে সর্বোচ্চ স্তর। সরকারি চূড়ান্ত ভোগ ব্যয়ও ২০২৫ অর্থবছরের ২.৩ শতাংশের তুলনায় ২০২৬ অর্থবছরে বার্ষিক ৫.২ শতাংশ হারে শক্তিশালীভাবে ঘুরে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ইউপিআই লেনদেন, বিমান ও রেল চলাচল, ই-ওয়ে বিল ইত্যাদির মতো উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি সূচকগুলো শহুরে ও গ্রামীণ উভয় ক্ষেত্রেই ভোগের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক গতি নির্দেশ করে। বিনিয়োগ কার্যক্রম শক্তিশালী রয়েছে, ২০২৬ অর্থবছরে মোট স্থির মূলধন গঠন (জিএফসিএফ) আগের বছরের তুলনায় ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, গত তিন বছর ধরে জিডিপি-র প্রায় ৩০ শতাংশে জিএফসিএফ-এর অংশীদারিত্ব স্থিতিশীল রয়েছে।

বহিঃস্থ খাত

২০২৫ অর্থ বছরে ভারতের মোট রপ্তানি (পণ্য ও পরিষেবা) ৮২৫.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে এবং ২০২৬ অর্থ বছরেও এই গতি অব্যাহত রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা সত্ত্বেও, পণ্য রপ্তানি ২.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (এপ্রিল-ডিসেম্বর ২০২৫), অন্যদিকে পরিষেবা রপ্তানি ৬.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এপ্রিল-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়ের জন্য পণ্য আমদানি ৫.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৫ অর্থ বছরে মোট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রবাহ ৮১.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে রেকর্ড করা হয়েছে এবং ২০২৬ অর্থ বছরে এই গতি আরও জোরদার হয়েছে, যা যেকোনো আর্থিক বছরের প্রথম সাত মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রবাহ। ২০২৫ অর্থ বছরের প্রথমার্ধে জিডিপির ১.৩ শতাংশ থেকে কমে ২০২৬ অর্থ বছরের প্রথমার্ধে চলতি হিসাবের ঘাটতি জিডিপির ০.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

মধ্যমেয়াদী রাজস্ব নীতি ও কৌশল বিবৃতি

রাজস্ব সূচকসমূহ

২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের রাজস্ব ভিত্তি হলো ২০২৫-২৬ এবং ২০২৪-২৫ (নিয়মিত) বাজেটে নির্দেশিত ঋণ হ্রাসের পথরেখা, এবং এটি ২০২১-২২ অর্থবছরে ঘোষিত চলমান রাজস্ব একত্রীকরণের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যা রাজস্ব বিচক্ষণতার সাথে আপস না করে উন্নয়নের অগ্রাধিকারগুলো ভারসাম্যপূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ উপলব্ধ করার একটি ভালো ভিত্তি তৈরি করেছে। ২০২১-২২ সালের বাজেটে ঘোষিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, সরকার ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জিডিপির ৪.৫ শতাংশের নিচে রাজস্ব ঘাটতি নামিয়ে আনার লক্ষ্য পূরণ করেছে। ভবিষ্যতে, সরকারের প্রচেষ্টা থাকবে এমন একটি রাজস্ব নীতি গ্রহণ করা যা কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণকে নিম্নমুখী পথে নিয়ে আসবে।

প্রাপ্তি

২০২৬-২৭ সালের বাজেট অনুমানে মোট কর রাজস্ব (জিটিআর) ৪৪.০৪ লক্ষ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এটি ২০২৫-২৬ সালের সংশোধিত অনুমানের তুলনায় ৮.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। ২৬.৯৭ লক্ষ কোটি টাকার প্রত্যক্ষ কর মোট কর রাজস্বের প্রধান উৎস (মোট কর রাজস্বের ৬১.২ শতাংশ)। পরোক্ষ করের পরিমাণ ১৭.০৭ লক্ষ কোটি টাকা অনুমান করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ সালের বাজেট অনুমানে মোট কর রাজস্ব থেকে জিডিপি-র অনুপাত ১১.২ শতাংশ ধরা হয়েছে। ২০২৬-২৭ সালের বাজেটটি ষোড়শ অর্থ কমিশনের (এসএফসি) পুরস্কার মেয়াদের প্রথম বছর। ষোড়শ অর্থ কমিশন রাজ্যগুলোকে বিভাজ্য তহবিলের ৪১ শতাংশ অংশীদারিত্ব বজায় রাখার সুপারিশ করেছে। কর রাজস্ব (কেন্দ্রের নিট অংশ) ২৮.৬৭ লক্ষ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ সালের বাজেট অনুমানে কেন্দ্রীয় সরকারের অ-কর রাজস্ব (এনটিআর) ৬.৬৬ লক্ষ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তি গুয়ার মধ্যে কর রাজস্ব (কেন্দ্রের নিট অংশ) এবং অ-কর রাজস্ব (এনটিআর) অন্তর্ভুক্তণ্ণ, ৩৫.৩৩ লক্ষ কোটি টাকা অনুমান করা হয়েছে। রাজস্ব প্রাপ্তির এই অনুমানটি ২০২৫-২৬ সালের সংশোধিত অনুমানের তুলনায় ৫.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

ব্যয়

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট অনুমান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয় হবে ৫৩.৪৭ লক্ষ কোটি টাকা (জিডিপির ১৩.৬ শতাংশ), যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের ৪৯.৬৫ লক্ষ কোটি টাকার তুলনায় ৭.৭ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে মূলধনী ব্যয়ের জন্য ১২.২২ লক্ষ কোটি টাকা (জিডিপির ৩.১ শতাংশ) বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে রাজ্যগুলোকে মূলধনী ব্যয়ের জন্য ঋণ হিসেবে বিশেষ সহায়তার মাধ্যমে ২.০ লক্ষ কোটি টাকার মূলধনী সহায়তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকর মূলধনী ব্যয়ের মধ্যে ভারত সরকারের মূলধনী ব্যয় এবং মূলধনী সম্পদ তৈরির জন্য অনুদান অন্তর্ভুক্ত। এই দুটি একত্রে এমন বিনিয়োগ গঠন করে যা অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নত করে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনে, মূলধনী সম্পদ তৈরির জন্য অনুদানের অধীনে বরাদ্দ ৪.৯৩ লক্ষ কোটি টাকা (বা জিডিপির ১.৩ শতাংশ) ধরা হয়েছে। সুতরাং, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে কার্যকর মূলধনী ব্যয় ১৭.১৫ লক্ষ কোটি টাকা (বা জিডিপির ৪.৪ শতাংশ) অনুমান করা হয়েছে।

রাজ্যগুলিতে কর হস্তান্তর এবং অর্থ কমিশনের অনুদান

অর্থ কমিশনের (এফসি) সুপারিশের ভিত্তিতে, কেন্দ্রীয় সরকার এফসি চক্র চলাকালে রাজ্যগুলিকে কর হস্তান্তর করে। পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এসএফসি বিভাজ্য পুলে রাজ্যগুলির অংশ ৪১ শতাংশে রাখার সুপারিশ করেছিল এবং এই সুপারিশটি সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। ২০২৬-২৭ সালের বাজেট অনুমানে রাজ্যগুলিতে কর হস্তান্তরের পরিমাণ ১৫.২৬ লক্ষ কোটি টাকা ধরা হয়েছে, যা ২০২৫-২৬ সালের সংশোধিত অনুমানের ১৩.৯৩ লক্ষ কোটি টাকার তুলনায় বেশি। এর মধ্যে পূর্ববর্তী বছরগুলির হস্তান্তর বাবদ রাজ্যগুলির কাছ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য ৯,০৮৪.০২ কোটি টাকার একটি অতিরিক্ত পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০২৬-২৭ সালের বাজেট অনুমানে রাজ্যগুলিতে কর হস্তান্তর জিডিপির ৩.৯ শতাংশ এবং ২০২৫-২৬ সালের সংশোধিত অনুমানের কর হস্তান্তরের (পূর্ববর্তী বকেয়া সহ) তুলনায় ১.৩৩ লক্ষ কোটি টাকা বেশি। ২০২৬-২৭ সালের বাজেট অনুমানে অর্থ কমিশনের অনুদান ১.৪ লক্ষ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। সুতরাং, ২০২৬-২৭ সালের বাজেট অনুমানে অর্থ কমিশনের মাধ্যমে রাজ্যগুলির সাথে মোট ভাগ করা সম্পদ, অর্থাৎ কর হস্তান্তর এবং এফসি অনুদানের পরিমাণ ১৬.৫৬ লক্ষ কোটি টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য রাজস্ব নীতি কৌশল

২০২৬-২৭ অর্থবছরের রাজস্ব নীতি কৌশলটি বাজেট ২০২৫-২৬-এ নির্দেশিত ঋণের গতিপথ দ্বারা পরিচালিত হতে থাকবে। মধ্যমেয়াদী লক্ষ্য হলো ২০৩০-৩১ অর্থবছরের মধ্যে জিডিপির ৫০প্র১ শতাংশে ঋণের অনুপাত অর্জন করা, যেখানে রাজস্ব ঘাটতি একটি কার্যনির্বাহী লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে কাজ করবে। উপরোক্ত লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, অনুমান করা হচ্ছে যে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণের অনুপাত জিডিপির ৫৫.৬ শতাংশ হবে এবং রাজস্ব ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা হবে জিডিপির ৪.৩ শতাংশ। রাজস্ব কৌশলের অন্যান্য দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে মূলধনী ব্যয়ের উপর ধারাবাহিক মনোযোগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন করা, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ঘটনাগুলোর প্রতি সাড়া দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সুযোগ রাখা এবং বিকশিত ভারতের দিকে যাত্রায় দেশের ধারাবাহিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। অন্যান্য দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে কর নীতি, ব্যয় নীতি, সরকারি ঋণ গ্রহণ, ঋণ প্রদান এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সংস্কার।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭: 'তিন কর্তব্য'-এর কাঠামোয় ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্মাণের নকশা

নয়াদিল্লি: কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ শুধুমাত্র একটি বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়; বরং এটি ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আঞ্চলিক রূপান্তরের একটি দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত দলিল। কার্তব্য ভবনে প্রস্তুত প্রথম বাজেট হিসেবে এটি প্রতীকী ও তাৎপর্যপূর্ণ, যেখানে 'অধিকার'-এর ভাষার পরিবর্তে 'কর্তব্য'-এর দর্শনকে সামনে আনা হয়েছে। মাঘ পূর্ণিমা ও গুরু রবিদাসের জন্মবার্ষিকীর দিনে বাজেট পেশ করে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন যে তিনটি 'কার্তব্য'-এর কথা তুলে ধরেছেন, তা মূলত প্রবৃদ্ধি, সক্ষমতা এবং অন্তর্ভুক্তি ভারতের উন্নয়ন দর্শনের এই তিনটি স্তম্ভকে স্পষ্ট করে।

এই বাজেট এমন এক সময় পেশ করা হয়েছে, যখন বিশ্ব অর্থনীতি গভীর অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ইউক্রেন-পরবর্তী ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েন, মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুরক্ষাবাদ, সরবরাহ শৃঙ্খলের ভাঙন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চাপ, সব মিলিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য পরিস্থিতি জটিল। এই প্রেক্ষাপটে বাজেটের একটি বড় বার্তা হলো, ভারত আত্মনির্ভর হবে, কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক নয়। অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন, রপ্তানি বৃদ্ধি, বৈশ্বিক বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে গভীর সংযোগ বজায় রাখাই ভারতের কৌশল।

বাজেট ২০২৬-২৭-এ সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক হলো উৎপাদন খাতে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা। সাতটি কৌশলগত ও ভবিষ্যৎমুখী খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা কার্যত ভারতের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিকে আরও পরিণত রূপ দিচ্ছে। বিশেষ করে বায়োফার্মা, উন্নত উৎপাদন, শক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ এবং পরিকাঠামো-সংযুক্ত শিল্প, এই ক্ষেত্রগুলিতে সরকারি বিনিয়োগ ও নীতি সহায়তা ভবিষ্যতে উচ্চমূল্যের কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারে।

১০,০০০ কোটি টাকার বায়োফার্মা শক্তি কর্মসূচি শুধুমাত্র স্বাস্থ্য খাতের জন্য নয়, বরং এটি একটি কৌশলগত শিল্প নীতি। বিশ্বব্যাপী ওযুধ ও বায়োলজিক্স উৎপাদনে চীনের বিকল্প খোঁজার প্রবণতা রয়েছে। ভারত যদি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, দ্রুত ও স্বচ্ছ অনুমোদন এবং দক্ষ মানবসম্পদ, এই তিনটি ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করতে পারে, তবে এটি বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে বড় ভূমিকা নিতে সক্ষম হবে।

টেক্সটাইল খাতে প্রস্তাবিত পাঁচস্তরীয় কর্মসূচি দেখায় যে সরকার শুধুমাত্র রপ্তানি নয়, গ্রামীণ ও আধা-শহুরে কর্মসংস্থানকে সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশেষভাবে প্রাকৃতিক ফাইবার (পাট, উল, সিল্ক), হ্যান্ডলুম ও হস্তশিল্প এবং পরিবেশবান্ধব টেক্সটাইল, এই ক্ষেত্রগুলি ভারতের তুলনামূলক সুবিধাকে কাজে লাগাতে পারে। ১০,০০০ কোটি টাকার এসএমই গ্রোথ ফান্ড ইঙ্গিত দেয় যে সরকার এখন শুধু এমএসএমই-র সংখ্যা বাড়াতে চায় না, বরং বিশ্বমানের মাঝারি শিল্প তৈরি করতে চায়। যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়, তবে এই তহবিল প্রযুক্তি আপগ্রেড, রপ্তানি সক্ষমতা এবং কর্পোরেট গভর্ন্যান্স, এই তিন ক্ষেত্রেই এমএসএমই-কে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে পারে।

১২.২ লক্ষ কোটি টাকার ক্যাপেক্স প্রস্তাব স্পষ্ট করে দেয়, প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট টানার আগে রাষ্ট্র নিজেই ঝুঁকি নিচ্ছে। ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর, জলপথ ও হাই-স্পিড রেল প্রকল্পগুলি দীর্ঘমেয়াদে লজিস্টিক খরচ কমাবে, শিল্পের প্রতিযোগিতা বাড়াবে এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করবে।

এদিকে, ২৫ কোটি মানুষের বহুমাত্রিক দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসা একটি বড় সামাজিক অর্জন। কিন্তু বাজেটের দৃষ্টিভঙ্গি ইঙ্গিত দেয় এবার লক্ষ্য কেবল দারিদ্র্য হ্রাস নয়, সামাজিক গতিশীলতা। পাঁচটি আঞ্চলিক মেডিক্যাল হাব প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার স্বাস্থ্যকে একটি রপ্তানিযোগ্য পরিষেবা হিসেবে দেখছে। এর সুফল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, দক্ষ চিকিৎসা কর্মসংস্থান এবং রাজ্যগুলির স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়ন। এভিজিসি খাতে বিনিয়োগ ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। গেমিং, অ্যানিমেশন ও ডিজিটাল কনটেন্ট আগামী দশকে ভারতের জন্য বড় আয়ের উৎস হতে পারে। একইভাবে প্রতিটি জেলায় মেয়েদের হোস্টেল এবং ভেটেরিনারি শিক্ষা সম্প্রসারণ, এই পদক্ষেপগুলি সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকে শক্তিশালী করে। খেলো ইন্ডিয়া মিশন কেবল ক্রীড়াবিদ তৈরির প্রকল্প নয়; এটি ক্রীড়া অর্থনীতি, স্পোর্টস ট্যুরিজম এবং গ্রামীণ প্রতিভা, এই তিনটিকে একসূত্রে গাঁথার প্রয়াস। ভারত-ভিস্তার প্রকল্প দেখায় যে সরকার কৃষিকে আর কেবল ভর্তুকি-নির্ভর খাত হিসেবে দেখতে চায় না। এআই-ভিত্তিক ব্যক্তিগত পরামর্শ যদি মাঠপর্যায়ে কার্যকের হয়, তবে উৎপাদন বাড়বে, ঝুঁকি কমবে এবং কৃষকের আয় স্থিতিশীল হবে। এসএইচই মার্ট প্রকল্প নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার একটি কাঠামোগত প্রয়াস। এটি সামাজিক কর্মসূচি থেকে উদ্যোক্তা মডেলে উত্তরণের ইঙ্গিত দেয়। নিমহ্যান্স-২ এবং আঞ্চলিক মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের প্রস্তাব দেখায় যে সরকার মানসিক স্বাস্থ্যকে অবশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে। পূর্ব উপকূলীয় শিল্প করিডর, পূর্বোদয় রাজ্যগুলিতে পর্যটন এবং উত্তর-পূর্বে বৌদ্ধ সার্কিট উন্নয়ন প্রকল্প স্পষ্ট করে, ভৌগোলিক ভারসাম্য ছাড়া বিকসিত ভারত সম্ভব নয়।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সুসংহত ও ভবিষ্যতমুখী নীতিগত নকশা। তবে এর সাফল্য নির্ভর করবে রাজ্য-কেন্দ্র সমন্বয়, প্রশাসনিক দক্ষতা, বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ এবং সময়মতো বাস্তবায়ন, এই চারটি বিষয়ের ওপর। যদি এই শর্তগুলি পূরণ হয়, তবে 'তিন কর্তব্য'-এর দর্শন সত্যিই ভারতকে বিকশিত ভারতের পথে একটি দৃঢ় ধাপ এগিয়ে দিতে পারে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

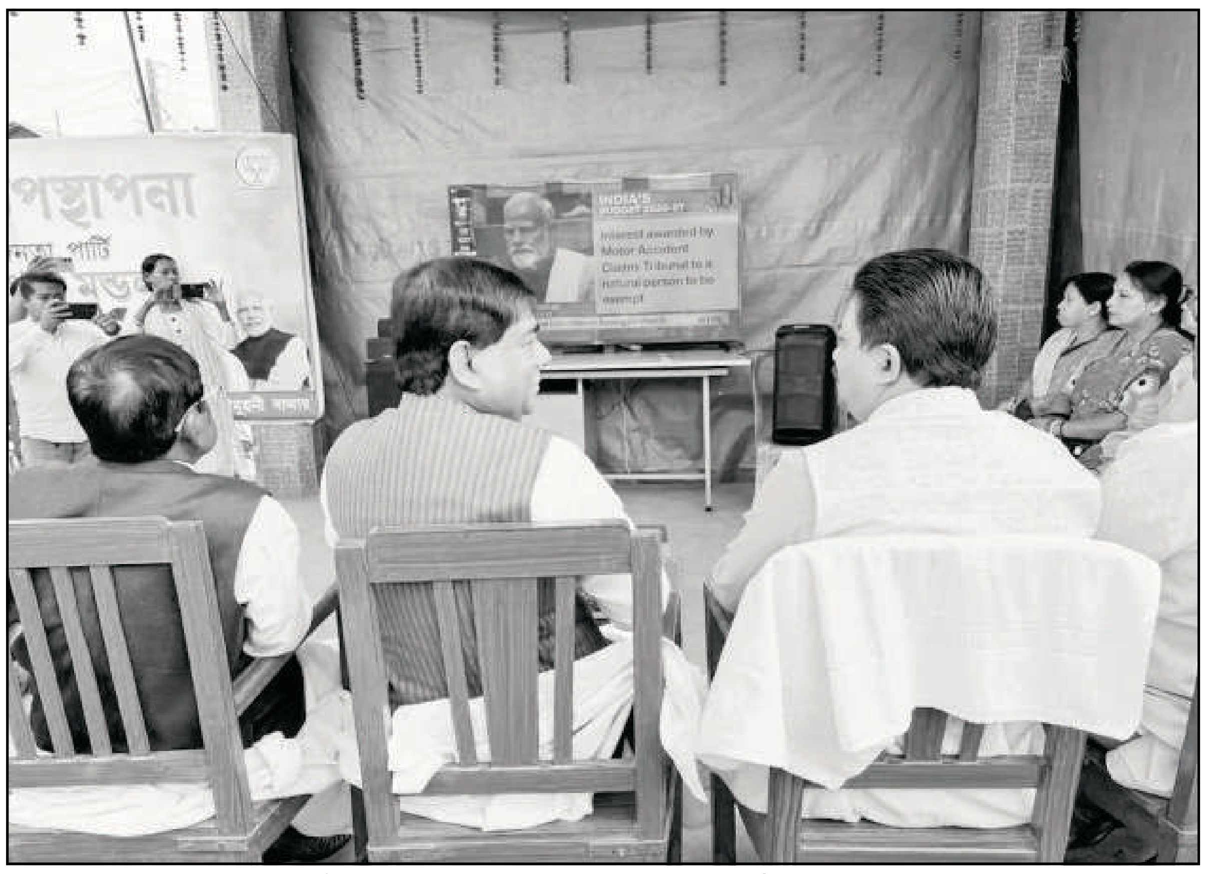
রবিবার বটতলায় বাজেট ২০২৬ শ্রবণ করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬ : মুম্বই—পুণে ও চেন্নাই—বেঙ্গালুরু সহ ৭টি হাই-স্পিড রেল করিডরের ঘোষণা, রয়েছে বারাণসী—শিলিগুড়িও

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : দেশের দ্রুতগামী ও পরিবেশবান্ধব যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাতটি নতুন হাই-স্পিড রেল করিডর গঠনের ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। শনিবার সংসদে কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬ পেশ করার সময় তিনি এই ঘোষণা করেন।

বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী জানান, প্রস্তাবিত করিডরগুলি দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলিকে আরও ভালোভাবে যুক্ত করবে এবং দূরপাল্লার যাত্রায় কার্বন নিঃসরণ কমাতে সাহায্য করবে।

তিনি বলেন, সরকার পরিবেশবান্ধব যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সাতটি হাই-স্পিড রেল করিডর গড়ে তুলতে প্রস্তাব করছে।

বাজেট ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, প্রস্তাবিত হাই-স্পিড রেল করিডরগুলির মধ্যে রয়েছে মুম্বই---পুণে, হায়দরাবাদ---বেঙ্গালুরু, দিল্লি---বারাণসী, বারাণসী---শিলিগুড়ি, পুণে---হায়দরাবাদ, হায়দরাবাদ—চেন্নাই এবং চেন্নাই—বেঙ্গালুরু।

এই রুটগুলি দেশের বড় মহানগরগুলিকে দ্রুত বিকাশমান শিল্প ও নগর কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করবে। এর ফলে যাত্রার সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে এবং সড়ক ও প্রচলিত রেল পরিষেবার উপর চাপ হ্রাস পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হাই-স্পিড রেলের পাশাপাশি বাজেটে পরিকাঠামো উন্নয়নে বড় বরাদ্দের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী জানান, ২০২৭ অর্থবর্ষে সরকারি মূলধনী ব্যয় হিসেবে ১২.২ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা ২০২৬ অর্থবর্ষে ছিল ১১.২ লক্ষ কোটি টাকা।

তিনি বলেন, ২০১৪—১৫ সালে যেখানে মূলধনী ব্যয় ছিল মাত্র ২ লক্ষ কোটি টাকা, সেখানে তা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, যা সরকারের পরিকাঠামোভিত্তিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির নীতির প্রতিফলন।

এছাড়াও বড় প্রকল্পে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াতে 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিস্ক গ্যারান্টি ফান্ড' গঠনের ঘোষণা করা হয়েছে, যা নির্মাণপর্বে সীমিত সরকারি ঋণ-গ্যারান্টি দেবে।

যাত্রী পরিবহণের পাশাপাশি পণ্য পরিবহণ ও লজিস্টিক্স ক্ষেত্রেও বড় পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে। বাজেটে দানকুনি থেকে সুরাট পর্যন্ত একটি নতুন পূর্ব—পশ্চিম ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডর তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও আগামী পাঁচ বছরে ২২টি নতুন জাতীয় জলপথ চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যাতে বহুমুখী পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং পরিবহণ খরচ কমে। অর্থমন্ত্রী বলেন, এই উদ্যোগগুলি পণ্য পরিবহণকে আরও শক্তিশালী করবে এবং টেকসই কার্গো পরিবহণে সহায়তা করবে।

বাজেটে ছোট ও মাঝারি শহরগুলির উন্নয়নের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহর এবং মন্দিরনগরগুলির উন্নয়নের জন্য আগামী পাঁচ বছর ধরে প্রতি বছর ৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করা হয়েছে।

এই অর্থ নগর পরিকাঠামো, নাগরিক পরিষেবা ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। এর মাধ্যমে বড় শহরে অভিবাসনের চাপ কমানো এবং ভারসাম্যপূর্ণ নগর উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়েছে কেন্দ্র।

বাজেট ২০২৬: সুরাট-ডানকুনি ডেডিকেটেড পণ্যবাহী করিডরের প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গে বড় প্রকল্পে জোর কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করতে গিয়ে রবিবার অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন গুজরাটের সুরাট ও পশ্চিমবঙ্গের ডানকুনির মধ্যে একটি ডেডিকেটেড পণ্যবাহী করিডর গঠনের প্রস্তাব দেন।

এই নতুন পণ্যবাহী করিডরের মাধ্যমে গুজরাট ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন হবে। পাশাপাশি দেশের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্য দিয়ে এই করিডর অতিক্রম করবে, যা লজিস্টিক্স ও পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অর্থমন্ত্রী জানান, আগামী পাঁচ বছরে ২০টি নতুন জাতীয় জলপথ চালু করার পরিকল্পনাও রয়েছে সরকারের। এর ফলে পরিবেশবান্ধব উপায়ে পণ্য পরিবহণ আরও উৎসাহিত হবে।

বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, চলতি বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই প্রেক্ষিতে সুরাট-ডানকুনি পণ্যবাহী করিডরকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে গুজরাটের শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সংযোগ আরও মজবুত হবে। বিভিন্ন উন্নয়ন সূচকে পিছিয়ে থাকা পশ্চিমবঙ্গে বড় প্রকল্প এনে দ্রুত আর্থিক বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ তৈরি করাই কেন্দ্রের লক্ষ্য বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এছাড়াও বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী চারটি রাজ্যে 'রেয়ার আর্থ করিডর' গঠনের ঘোষণাও করেন। তামিলনাড়ু, কেরালা, ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশে খনিজ সম্পদভিত্তিক বিশেষ করিডর তৈরি করা হবে বলে জানান তিনি।

নির্মলা সীতারামন বলেন, ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে রেয়ার আর্থ পার্মানেন্ট ম্যাগনেট প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। এবার ওড়িশা, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুকে সহায়তা করে খনন, প্রক্রিয়াকরণ, গবেষণা ও উৎপাদনের জন্য বিশেষ করিডর গড়ে তোলা হবে।

উল্লেখ্য, রেয়ার আর্থ উপাদানগুলি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, যুদ্ধবিমান এবং আধুনিক প্রযুক্তি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে এই ক্ষেত্রে চিনের প্রায় একচেটিয়া দখল রয়েছে। বিশ্বের প্রায় ৬০ শতাংশ খনন এবং ৯০ শতাংশের বেশি প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা চিনের হাতে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘোষণার মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিদেশি নির্ভরতা, বিশেষত চিনের উপর নির্ভরতা কমানোর পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র সরকার।

এসআইআর ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে সরাসরি আইনি লড়াইয়ে মমতা, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে রিট

নয়াদিল্লি/কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) ঘিরে বিতর্ক এবার পৌঁছে গেল দেশের শীর্ষ আদালতে। সূত্রের খবর, রবিবার দিল্লি পৌঁছেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যের চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার (সিইও) দপ্তরের বিরুদ্ধে রিট পিটিশন দায়ের করেছেন। জানা গিয়েছে, ব্যক্তি হিসেবেই এই মামলা দায়ের করেছেন তিনি।

আগামী সপ্তাহেই পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর সংক্রান্ত মামলার শুনানি রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। ঘনিষ্ঠ মহলে মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন, তিনি ওই শুনানির সময় উপস্থিত থাকতে পারেন। তার আগেই তাঁর এই আইনি পদক্ষেপ রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন উঠছে, অনুমতি পেলে কি ফের আইনজীবীর ভূমিকায় আদালতে সওয়াল করতে দেখা যাবে তাঁকে?

রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া নিয়ে শুরু থেকেই আপত্তি জানিয়ে আসছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের অভিযোগ, তাড়াহুড়ো করে এসআইআর চালানোর পিছনে বিজেপির নির্দিষ্ট 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য' রয়েছে। প্রক্রিয়ায় একাধিক ত্রুটির অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী অন্তত ছয়বার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিয়েছেন বলেও দাবি তৃণমূলের। তবে সেই চিঠির কোনও সন্তোষজনক জবাব মেলেনি বলে অভিযোগ।

এই পরিস্থিতিতেই রবিবার দিল্লি যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে গিয়ে নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা রয়েছে। তার আগেই কমিশনের বিরুদ্ধে সরাসরি আদালতের দ্বারস্থ হওয়ায় এই ইস্যুতে আইনি ও রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

উল্লেখযোগ্য, আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর সংক্রান্ত মামলার শুনানি হওয়ার কথা। তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন, ডেরেক ও'ব্রায়েন-সহ অন্যদের দায়ের করা মামলাও সেইদিন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে উঠতে পারে। তার সঙ্গেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা রিট পিটিশনের শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সূত্রের খবর।

সব মিলিয়ে, ভোটের আগে এসআইআর ইস্যুতে আইনি লড়াই যে নতুন মোড় নিতে চলেছে, তা স্পষ্ট। এখন নজর সুপ্রিম কোর্টের শুনানির দিকেই।

রাহুলের বাজেট সমালোচনার জবাবে তথ্য চাইছেন সীতারামন

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : কংগ্রেস নেতা ও লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বাজেট সমালোচনার কড়া জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তিনি বলেন, ভারতের অর্থনীতির ভিত্তি মজবুত রয়েছে এবং সাধারণ মানুষকে বৈশ্বিক অস্থিরতার প্রভাব থেকে সুরক্ষিত রাখতে সরকার একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে।

রবিবার রাহুল গান্ধী কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-কে "দেশের প্রকৃত সংকটের প্রতি অন্ধ" বলে আক্রমণ শানান। তাঁর অভিযোগ, এই বাজেটে অর্থনীতির কাঠামোগত সমস্যাগুলির সমাধানে কোনও স্পষ্ট দিশা নেই। এর জবাবে বাজেট-পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে সীতারামন বলেন, রাহুল যে "কোর্স কারেকশন" বা নীতিগত পরিবর্তনের কথা বলছেন, তা ঠিক কোন প্রেক্ষিতেতো তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়।অর্থমন্ত্রীর দাবি, বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার প্রভাব মোকাবিলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, বস্ত্রশিল্প, চামড়া শিল্প, গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ, কৃষক, মহিলা উদ্যোক্তা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য একাধিক প্রকল্প চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, "আমরা এমনভাবে উদ্যোগ নিচ্ছি যাতে বাইরের অস্থিরতার কারণে সাধারণ মানুষের জীবনে বড় ধরনের ধাক্কা না লাগে।" সীতারামন আরও বলেন, "রাজনৈতিকভাবে সমালোচনা করতেই পারেন, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু আপনার বক্তব্যের ভিত্তিতে যে তথ্য রয়েছে, তা সামনে আনুনআমি শুনতে এবং তার জবাব দিতে প্রস্তুত।"

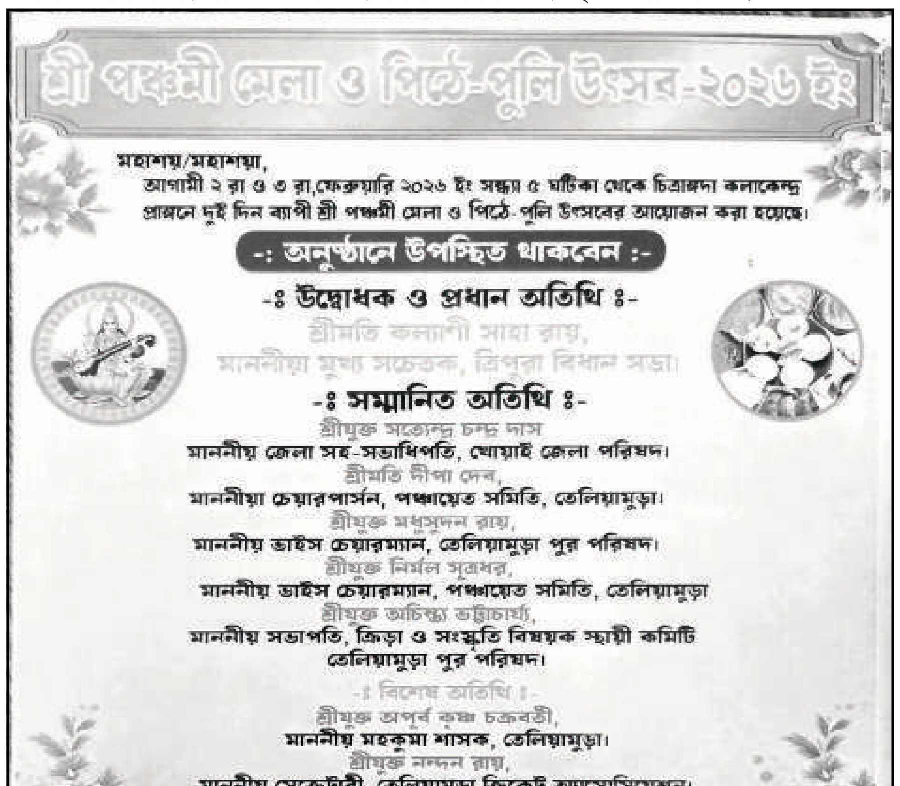

ওড়িশায় ফের নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন: টিউশন থেকে ফেরার পথে ছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা

বালেশ্বর, ১ ফেব্রুয়ারি : ওড়িশায় নারী সুরক্ষা যেন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে। ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝর বা গঞ্জামের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ঘটনাস্থল সেই বালেশ্বর। শনিবার সন্ধ্যায় এক দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। তবে ছাত্রীর অদম্য সাহস এবং গ্রামবাসীদের তৎপরতায় এ যাত্রায় বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে ওই কিশোরী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যায় টিউশন সেরে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিল ওই ছাত্রী। গ্রাম সংলগ্ন একটি নির্জন রাস্তায় ওত পেতে বসেছিল কয়েক জন দুষ্কৃতী। অভিযোগ, ছাত্রীর পথ আটকে দাঁড়িয়ে আচমকাই তাঁর মুখ চেপে ধরে তারা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁকে পাশের একটি নির্জন জায়গায় টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায় দুষ্কৃতীরা।

কিশোরী প্রথমে একাই রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু দুষ্কৃতীদের শক্তির কাছে হার না মেনে সে চিৎকার শুরু করে। সেই চিৎকার শুনেই ছুটে আসেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। বেগতিক বুঝে এবং লোকবল দেখে এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয় অভিযুক্তরা।

ঘটনার পর আতঙ্কিত ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দেন গ্রামবাসীরা। পরিবারের তরফে রাতেই সোরো থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে: অভিযোগের ভিত্তিতে দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

ইতিমধ্যেই নির্যাতিতার প্রাথমিক মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হয়েছে।

উন্নত চিকিৎসার জন্য এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে তাঁকে বালেশ্বর জেলা সদর হাসপাতালে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

গত বছরে মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানে ওড়িশার তিন জেলায় পাঁচটি ধর্ষণের ঘটনা রাজ্যজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। ময়ূরভঞ্জ থেকে গঞ্জাম সর্বত্রই অপরাধীদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে সরব হয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। বালেশ্বরের এই সাম্প্রতিক ঘটনা সেই ক্ষোভের আগুনে আরও ঘি ঢালল।

প্রশ্ন উঠছে, কেন বারবার একইভাবে আক্রান্ত হতে হচ্ছে ছাত্রীদের? কেনই বা অন্ধকার নামলে অসুরক্ষিত হয়ে পড়ছে ওড়িশার রাস্তাঘাট?

মার্কিন নৌবহর পশ্চিম এশিয়ায় পৌঁছানোর পর ইরানের আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ হরমুজ প্রণালীতে যুদ্ধ মহড়া শুরু

ত্রিপোলি/তেহরান, ১ ফেব্রুয়ারী : যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহর পশ্চিম এশিয়ায় পৌঁছানোর পর ইরান হরমুজ প্রণালীকে কেন্দ্র করে সামরিক মহড়া শুরু করেছে। হরমুজ প্রণালীস্থ সংকীর্ণ জলপথযেখানে সামান্য অস্থিরতাও বিশ্ব জ্বালানি বাজার ও আন্তর্জাতিক জলপথ পরিবহন ব্যবস্থায় বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। কৌশলগত এই অবস্থানের সুযোগ নিয়ে ইরান ফেরো মাত্রায় তৎপরতা বাড়িয়েছে বলে সামরিক বিশ্লেষকরা মন্তব্য করেছেন।

ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই কর্তৃক ঘোষিত নৌবাহিনী "লাইভ ফায়ার ড্রিল" রবিবার এবং সোমবার হরমুজ প্রণালীতে শুরু হয়েছে। এতে সরাসরি গোলাবর্ষণ, যুদ্ধকাশচাপ্রচলন ও নৌসেনা প্রশিক্ষণের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, মার্কিন বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কন ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে দক্ষিণ চিন সাগর থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিম এশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। নিমিটজ-শ্রেণির এই রণতরীর সঙ্গে তিনটি আর্লে বার্ক-শ্রেণির বিধ্বংসী জাহাজও ছিল। গত সপ্তাহে তারা ইরানের উপকূলের কাছে অবস্থান নিয়েছে। এই আবহেই ইরান কেন্দ্রীয়ভাবে হরমুজ প্রণালীতে সামরিক মহড়া পরিচালনা করছে।

সামরিক পর্যবেক্ষকরা উল্লেখ করেছেন, হরমুজ প্রণালী এমন এক জায়গা যেখানে সামান্য উত্তেজনাই আন্তর্জাতিক জ্বালানি সরবরাহ ও বাণিজ্যিক শিপিংয়ে গুরুতর বিঘ্ন তৈরি করতে পারে। তাই ইরান নিজের কৌশলগত প্রাধান্য ধরে রাখতে এবং মার্কিন চাপের জবাবে এই মহড়া চালাচ্ছে বলে তারা মনে করেন।

ইরানের অভ্যন্তরেও অচলচিত্র বিরাজ করছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া গণবিক্ষোভে দেশটিতে প্রায় ১০,০০০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সরকারি ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো জানিয়েছেন। কিছু সংগঠনের দাবি, ১৫,০০০-এর বেশি বিক্ষোভকারী নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন, যা ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা আরও বাড়িয়েছে।

ইরানের সামরিক মহড়া শুরু হওয়ায় পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা তীব্র হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক শক্তির মধ্যে উত্তেজনা নতুন মোড় নিচ্ছে, এবং বিশ্ব রাজনীতিতে এর প্রভাব কী হবেতা এখনই পরিবেশিত ঘটনার পর্যালোচনার অন্যতম কেন্দ্রে রয়েছে।

ঝাড়খণ্ডে ঘুষকাণ্ডে সেনা হাবিলদার গ্রেফতার, সিবিআইয়ের ফাঁদে ধরা দু'জন

রাঁচি, ১ ফেব্রুয়ারি : ঝাড়খণ্ডে দুর্নীতির অভিযোগে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) এক সেনা হাবিলদার ও এক বেসরকারি ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্ত হাবিলদার রাঁচিতে কর্মরত ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে।

সিবিআই সূত্রে জানা গেছে, গত ৩০ জানুয়ারি একটি অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করা হয়। অভিযোগে বলা হয়, সেনা হাবিলদার সেনাবাহিনীর মালিকানাধীন বলে দাবি করা একটি জমিতে নির্মাণকাজ চালানোর অনুমতি দেওয়ার জন্য ৫ লক্ষ টাকা ঘুষ দাবি করেছিলেন। এর আগে তিনি আংশিক অর্থও গ্রহণ করেছিলেন বলে অভিযোগ।

অভিযোগের ভিত্তিতে সিবিআই ফাঁদ পাতে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘুষ গ্রহণের সময় দুই অভিযুক্তকে হাতেনাতে আটক করা হয়। পরে তাঁদের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

গ্রেফতারের পর সিবিআই অভিযুক্তদের বাড়ি ও সংশ্লিষ্ট স্থানে তল্লাশি চালায়। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এই ঘটনায় পরবর্তী তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে সিবিআই জানিয়েছে।

গাজিয়াবাদে খাবার পরিবেশন নিয়ে বিবাদ, ছুরিকাঘাতে ২ যুবকের মৃত্যু

গাজিয়াবাদ, ১ ফেব্রুয়ারি : খাবার পরিবেশনে দেরি হওয়াকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে ছুরিকাঘাতে দুই যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও এক যুবক। পুলিশ চারজন সন্দেহভাজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে বলে সূত্রের খবর।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে একটি খাবারের দোকানে খাবার পরিবেশনে দেরি হওয়ায় দুই দল ক্রেতার মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। অভিযোগ, উভয় পক্ষই সে সময় মদ্যপ অবস্থায় ছিল। কথা কাটাকাটি ধীরে ধীরে হাতাহাতিতে গড়ায়। এরপর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং অভিযোগ, দুই পক্ষই ধারালো অস্ত্র নিয়ে একে অপরের উপর হামলা চালায়।স্থানীয়রা ঘটনাটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনজন আহত যুবককে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে চিকিৎসকরা হাসপাতালে আনার সঙ্গে সঙ্গেই দু'জনকে মৃত ঘোষণা করেন।মৃতদের পরিচয় শ্রীপাল (২৫) ও সত্যম (২৬) বলে জানা গিয়েছে। তাঁরা দু'জনেই উত্তরপ্রদেশের বাহরাইচ জেলার বাসিন্দা এবং খোড়া এলাকার নেহরু বিহার কলোনিতে ভাড়াবাড়িতে থাকতেন বলে জানান ডিসিপি নিমিশ পাটিল। গুরুতর জখম তৃতীয় যুবকের পরিচয় এখনও নিশ্চিত করা যায়নি।

রবিবার আগরতলায় ত্রিপুরা সংবাদপত্র বিক্রেতা সমিতির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন আয়োজিত হয়।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

‘বর্ডার ২’ কি ভারতের সর্বকালের সবচেয়ে বড় যুদ্ধচিত্র ?

মুম্বই : ২০২৬ সালের শুরুতেই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে সানি দেওলের বহু প্রতীক্ষিত ছবি ‘বর্ডার ২’। ২৩ জানুয়ারি মুক্তি পাওয়া এই যুদ্ধভিত্তিক ছবিটি প্রথম সপ্তাহেই ভারতে ২৩ কোটি টাকা এবং বিশ্বজুড়ে ৩০০ কোটি টাকা আয়ের মাইলফলক ছুঁয়েছে। উচ্চমাত্রার অ্যাকশন, আবেগঘন দেশপ্রেম এবং শক্তিশালী অভিনয়ের সংমিশ্রণে ছবিটি দর্শক ও সমালোচকউভয়ের প্রশংসা কুড়িয়েছে।
বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ ও আহান শেঠিকে নিয়ে গঠিত বহুপ্রজন্মের তারকাবহুল অভিনয় ছবিটিকে সর্বস্তরের দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ‘বর্ডার ২’ কি ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় যুদ্ধচিত্র হয়ে উঠতে চলেছে?
ভারতীয় সিনেমায় যুদ্ধচিত্রের একটি দীর্ঘ ও গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। ঐতিহাসিক যুদ্ধগাথা থেকে শুরু করে আধুনিক সামরিক অভিযানের কাহিনি, সবই বারবার উঠে এসেছে পর্দায়। এই ধারার অন্যতম মাইলফলক জে.পি. দত্ত পরিচালিত ‘বর্ডার’ (১৯৯৭)। মাল্টিপ্লেক্স-পূর্ব যুগে মুক্তি পাওয়া এই ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে প্রায় ৩.৭ কোটি দর্শক টেনেছিল এবং আজও জাতীয় স্মৃতিতে অমলিন হয়ে রয়েছে।পরবর্তী সময়ে হৃত্বিক রোশন অভিনীত ‘লক্ষ্য’ (২০০৪) এক তরুণ সেনা অফিসারের আত্মপ্রকাশের গল্প তুলে ধরে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৪০ কোটি টাকা আয় করে। অন্যদিকে, কার্গিল যুদ্ধভিত্তিক বহু তারকাসমৃদ্ধ ছবি এলওসি: কার্গিল বক্স অফিসে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি, বিশ্বব্যাপী আয় ছিল মাত্র ২৯.৭৬ কোটি টাকা।জে.পি. দত্তেরই আরেক ছবি ‘পল্টন’ (২০১৮), যা নাথু লা সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে নির্মিত, বিশ্বজুড়ে আয় করে প্রায় ১০.২২ কোটি টাকা। সাম্প্রতিক সময়ে ‘ইক্কিস’ (৪১.৬৫ কোটি) ও ‘১২০ বাহাদুর’ (২৪ কোটি) তুলনামূলকভাবে কম আয় করেছে, যা ছোট পরিসরের যুদ্ধচিত্রগুলির বাণিজ্যিক চ্যালেঞ্জকে তুলে ধরে।গত এক দশকে যুদ্ধচিত্র নতুন বাণিজ্যিক উচ্চতায় পৌঁছেছে। ‘উরি: দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’ (২০১৯) বিশ্বজুড়ে ৩৪২ কোটি টাকার বেশি আয় করে একপ্রকার ঘটনা হয়ে ওঠে এবং প্রায় ১.৮ কোটি দর্শক প্রেক্ষাগৃহে টানে। একই বছরে মুক্তি পাওয়া ‘কেশরী’ বিশ্বব্যাপী আয় করে ২০৭ কোটি টাকা। এই ছবিগুলি প্রমাণ করেছে যে বাস্তবসম্মত অ্যাকশন ও প্রবল দেশপ্রেমের সঠিক মিশ্রণ থাকলে যুদ্ধচিত্র এখনও দর্শক টানতে সক্ষম।

এছাড়া, ফিল্ড মার্শাল স্যাম মানেকশ-এর জীবনীভিত্তিক ছবি ‘স্যাম বাহাদুর’ (২০২৩) প্রায় ১২৮ কোটি টাকা বিশ্বব্যাপী আয় করে, যা দেখায় যে ঐতিহাসিক ও জীবনীভিত্তিক সামরিক কাহিনিও দর্শকের আগ্রহ ধরে রাখতে পারে।‘বর্ডার ২’ তার পূর্বসূরির আবেগী উত্তরাধিকার

বক্স অফিসের মহারথীদের দিকে এক নজর

বজায় রেখেই আধুনিক সিনেমার প্রযুক্তি ও উপস্থাপনায় নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তুলেছে। নস্টালজিয়া, বাস্তবসম্মত সামরিক অভিযান, যৌথ বাহিনীর অপারেশন এবং সৈনিকদের পারস্পরিক বন্ধনের গল্প, সব মিলিয়ে ছবিটি সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম সফল প্রথাগত যুদ্ধচিত্রে পরিণত হয়েছে। অ্যাকশন-থ্রিলারের আড়ালে সামরিক উপাদান না রেখে, ‘বর্ডার ২’ পুরোপুরি সেনাবাহিনীর বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে, যা একে আলাদা করে তুলেছে।নিজের ধারার মধ্যেই ‘বর্ডার ২’ ইতিমধ্যে ‘স্যাম বাহাদুর’, এলওসি: কার্গিল, ‘১২০ বাহাদুর’, ‘লক্ষ্য’ এবং ‘পল্টন’-এর মতো ছবিগুলিকে বক্স অফিসে ছাপিয়ে গেছে। যদিও এটি এখনও মূল ‘বর্ডার’-এর আজীবন দর্শকসংখ্যাকে অতিক্রম করতে পারেনি, তবুও ‘বর্ডার ২’ নিজেকে ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসের **সবচেয়ে সফল প্রথাগত যুদ্ধচিত্রগুলির অন্যতম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
‘লক্ষ্য’, ‘এলওসি: কার্গিল’ ও ‘পল্টন’-এর মতো ক্লাসিক এবং ‘উরি’-র মতো আধুনিক সাফল্যের পাশে দাঁড়িয়ে ‘বর্ডার ২’ বলিউডে যুদ্ধচিত্রের পরবর্তী অধ্যায় রচনা করছে। এটি আবারও প্রমাণ করছে বীরত্ব, সহযোদ্ধার বন্ধন এবং জাতীয় গর্বের গল্প ভারতীয় দর্শককে এখনও গভীরভাবে স্পর্শ করে।

‘চাঁদ মেরা দিল’ মুক্তির তারিখ ঘোষণা

মুম্বই : বলিউড অভিনেত্রী অনন্যা পাণ্ডে ও অভিনেতা লক্ষ্য অভিনীত আসন্ন রোম্যান্টিক-ড্রামা ছবি ‘চাঁদ মেরা দিল’-এর মুক্তির তারিখে পরিবর্তন আনা হয়েছে। ছবিটি এবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ১০ এপ্রিল। শনিবার, ৩১ জানুয়ারি একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্মাতারা এই ঘোষণা করেন। এই ছবির

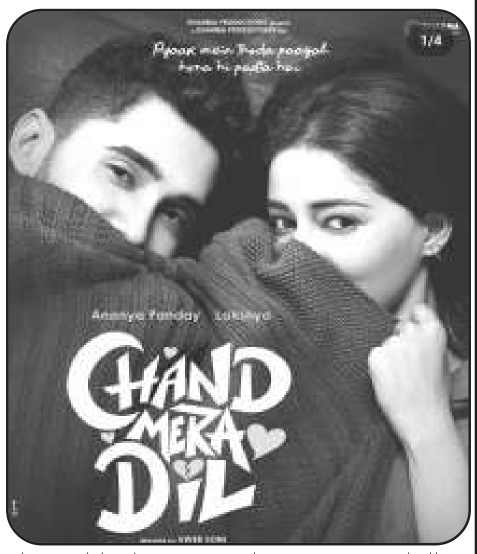

মাধ্যমে প্রথমবার একসঙ্গে কাজ করছেন অনন্যা পাণ্ডে ও লক্ষ্য। লক্ষ্য ২০২৪ সালে ধর্মা প্রোডাকশনের প্রযোজনায় নির্মিত ছবি ‘কিল’ দিয়ে তাঁর ফিচার ফিল্মে আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর তাঁকে দেখা গেছে আরিয়ান খান-এর ওয়েব সিরিজ ‘দ্য বাডস অফ বলিউড’-এ।করন জোহরের প্রযোজনা সংস্থা ধর্মা প্রোডাকশনস-এর ব্যানারে নির্মিত এই ছবিটি প্রথমবার ঘোষণা করা হয়েছিল গত বছরের নভেম্বর মাসে। সেই সময় মুক্তি পায় ছবির ফার্স্ট লুক পোস্টার, যেখানে অনন্যা ও লক্ষ্যকে রোম্যান্টিক আবহে দেখা যায়। পোস্টার প্রকাশের পর থেকেই ছবিটি নিয়ে দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে।‘চাঁদ মেরা দিল’ পরিচালনা করছেন ভিভেক সোনি, যিনি এর আগে ‘মীনাক্ষী সুন্দরেশ্বর’ (২০২১) এবং ‘আপ জৈসা কোই’ (২০২৪)-এর মতো রোম্যান্টিক ঘরানার ছবি পরিচালনা করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। ছবির গল্প ও অন্যান্য কলাকুশলী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি। এই ছবির মাধ্যমে প্রথমবার একসঙ্গে কাজ করছেন অনন্যা পাণ্ডে ও লক্ষ্য। লক্ষ্য ২০২৪ সালে ধর্মা প্রোডাকশনের প্রযোজনায় নির্মিত ছবি ‘কিল’ দিয়ে তাঁর ফিচার ফিল্মে আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর তাঁকে দেখা গেছে আরিয়ান খান-এর ওয়েব সিরিজ ‘দ্য বাডস অফ বলিউড’-এ।অনন্যা পাণ্ডে ২০১৯ সালে ধর্মা প্রোডাকশনেরই ছবি ‘স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার ২’ দিয়ে বলিউডে পা রাখেন। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি তাঁর ওয়েব সিরিজে অভিষেক করেছেন ‘কল মি বে’ (২০২৪)-এর মাধ্যমে, যা প্রযোজনা করেছে ধর্মাটিক এন্টারটেইনমেন্টধর্মা প্রোডাকশনের ডিজিটাল শাখা।রোম্যান্টিক গল্প, জনপ্রিয় তারকা জুটি ও অভিজ্ঞ পরিচালকের সংমিশ্রণে **‘চাঁদ মেরা দিল’** চলতি বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত প্রেমের ছবি হয়ে উঠতে চলেছে বলেই মনে করছেন সিনেমা মহলের একাংশ।

কম বয়সে ফটোগ্রাফারের দ্বারা প্রায় শোষিত হওয়ার অভিজ্ঞতা স্মরণ ঐশ্বর্য্যা রাজেশের

চেন্নাই : তেলুগু ও তামিল চলচ্চিত্র জগতের পরিচিত মুখ হওয়ার অনেক আগেই এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন অভিনেত্রী ঐশ্বর্য্যা রাজেশ। সম্প্রতি নিকিল বিজয়েন্দ্র সিমহার একটি পডকাস্টে অংশ নিয়ে তিনি জানান, কীভাবে অল্প বয়সে একটি ফটোশুটের সময় এক ফটোগ্রাফারের দ্বারা প্রায় শোষণের শিকার হতে বসেছিলেন।ঐশ্বর্য্যা জানান, ঘটনাটি সেই সময়ের, যখন তিনি খুবই অল্পবয়সী এবং এখনও চলচ্চিত্রে পা রাখেননি। আমাকে একটি ফটোশুটের জন্য ডাকা হয়েছিল। আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম। এই ঘটনাটি আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না। ফটোগ্রাফার আমার ভাইকে বাইরে বসতে বললেন। তারপর আমাকে সেক্সি লিঞ্জারি দিয়ে বললেন এটা পরে নাও, আমি তোমার শরীর দেখতে চাই। আমি এতটাই ছোট ছিলাম যে পুরো বিষয়টা আমাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল, বলেন ঐশ্বর্য্যা।অভিনেত্রী স্বীকার করেন, সেখানে উপস্থিত ফটোগ্রাফার ও আরও কয়েকজন যখন বিষয়টিকে স্বাভাবিক বলে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, তখন তিনি প্রায় ভাবতে শুরু করেছিলেন যে হয়তো এটাই করতে হবে। ওরা যদি আমাকে আরও একটু বেশি বোঝাত, তাহলে হয়তো আমি সেটা পরে ফেলতাম। কিন্তু আমার ভেতরের কোনও একটা অনুভূতি আমাকে বলেছিল যে ভাইয়ের অনুমতি দরকার। ভাইকে কিছু না বলে আমি ওর সঙ্গে সেখান থেকে চলে আসি। তখন ভাবতে শুরু করি, এভাবে কত অল্পবয়সী মেয়ের সঙ্গে ওরা এমন করেছে। বিষয়টা আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল, বলেন তিনি।উল্লেখ্য, ঐশ্বর্য্যা রাজেশ তেলুগু অভিনেতা রাজেশ এবং নৃত্যশিল্পী নাগামণির কন্যা। তিনি অভিনেতা অমরনাথ-এর নাতনি এবং অভিনেত্রী শ্রীলক্ষ্মীর ভাগ্নি। খুব অল্প বয়সেই বাবাকে হারান ঐশ্বর্য্যা, এরপর তাঁর মা চার সন্তানকে মানুষ করেন একাই। পরবর্তীকালে আরও দুই ভাইয়ের অকালমৃত্যু ঐশ্বর্য্যা ও তাঁর মায়ের জীবনে গভীর শোকের ছায়া ফেলেছিল। চেন্নাইয়ে বড় হওয়া ঐশ্বর্য্যা ১৯৯৫ সালের ছবি ‘রামবান্টু’-তে শিশু শিল্পী হিসেবে অভিনয় করেছিলেন। তবে পরবর্তীকালে অভিনয়ে নিয়মিত হওয়ার আগে তাঁকে বিভিন্ন ছোটখাটো কাজ করে সংসার চালাতে হয়।পডকাস্টে তিনি জানান, তাঁর বাবা রাজেশ মৃত্যুর আগে চলচ্চিত্র প্রযোজনায় বিনিয়োগ করে প্রায় সব অর্থ হারিয়েছিলেন।

সাদা টি-শার্ট, লেস ড্রেস ও ডেনিমে লেয়ারিং স্টাইলে বাজিমাত দীপিকা পাড়ুকোনের

মুম্বই : গ্ল্যামার হোক বা ক্যাজুয়াল লুকফ্যাশনের ক্ষেত্রে নিজের নিখুঁত রুচি বারবার প্রমাণ করেছেন দীপিকা পাড়ুকোনে। বিলাসবহুল পোশাকের পাশাপাশি অফ-ডিউটি আউটিংয়ে সহজ কিন্তু স্টাইলিশ লুক বেছে নেওয়াতেও তিনি সমান পারদর্শী। আর সেই কারণেই তিনি আজও বলিউডের অন্যতম ফ্যাশন আইকন।৩০ জানুয়ারি মুম্বইয়ে একটি ডেট নাইটে দীপিকা বেছে নেন একেবারে আন্ডারস্টেটেড কিন্তু এলিভেটেড আউটফিট। ক্লাসিক সাদা টি-শার্ট ও হালকা নীল ডেনিম জিন্সের সাধারণ জুটিকে তিনি তুলে ধরেন এক অনন্য স্টাইল স্টেটমেন্টে।সেদিন রাতে মুম্বইয়ের একটি রেস্তোরাঁয় পৌঁছানোর সময় পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায় ধরা পড়েন ‘পিকু’ অভিনেত্রী। এই উপলক্ষে তিনি পরেছিলেন একটি **সাদা টি-শার্টের নিচে লেয়ার করা লেস ড্রেস**, তার সঙ্গে হালকা নীল ডেনিম জিন্স। সোশ্যাল মিডিয়ায় লেয়ারিং ট্রেন্ডের নানা রূপ দেখা গেলেও দীপিকা এতে যোগ করেছেন নিজের স্বাক্ষরধর্মী বিলাসী

টি-শার্টটিতে ছিল কাফ এবং লুককে দিয়েছে ভাব। টি-শার্টের সাদা সিল্ক-স্যাটিন অ্যাসিমেট্রিক সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারি লুকের সঙ্গে স্ট্রেইট-লেগ, ডেনিম জিন্স, যার কাফ লুকটিকে ছোঁয়া।দীপিকার সাদা ক্রু নেক, অর্ধ-হাতা ভাঁজ করা ঢিলেঢালা সিলুয়েট, যা তাঁর আরামদায়ক ও ক্যাজুয়াল নিচে তিনি পরেছিলেন একটি লেস ড্রেস, যাতে ছিল হেমলাইন, সাইড স্লিট এবং করা লেস বর্ডার।এই লেয়ারিং দীপিকা বেছে নেন রিল্যাক্সড ফিটের হালকা নীল অ্যাঙ্কেলের ওপর ভাঁজ করা আরও ক্যাজুয়াল করে তোলে। অ্যাক্সেসরিজ হিসেবে তিনি পরেছিলেন নিউড পিপ-টো স্টিলেটো, একটি বিলাসী ভিন্টেজ ঘড়ি, আংটি ও সূক্ষ্ম কানের দুল।এই উপলক্ষে তিনি পরেছিলেন একটি **সাদা টি-শার্টের নিচে লেয়ার করা লেস ড্রেস**, তার সঙ্গে হালকা নীল ডেনিম জিন্স। সোশ্যাল মিডিয়ায় লেয়ারিং ট্রেন্ডের নানা রূপ দেখা গেলেও দীপিকা এতে যোগ করেছেন নিজের স্বাক্ষরধর্মী বিলাসী ছোঁয়া।দীপিকার সাদা টি-শার্টটিতে ছিল ক্রু নেক, অর্ধ-হাতা ভাঁজ করা কাফ এবং ঢিলেঢালা সিলুয়েট, যা তাঁর লুককে দিয়েছে আরামদায়ক ও ক্যাজুয়াল ভাব।লুকটিকে সম্পূর্ণ করতে দীপিকা বেছে নেন মিনিমাল গ্ল্যাম মেকআপ ফেদার্ড আইব্রাউ, রোজি পিঙ্ক লিপশেড, হালকা রুজ-টিন্টেড গাল, চোখের পাতায় উদার মাসকারা এবং ডিউই বেস। মাঝখান থেকে সিঁথি কাটা, আলগা ঢেউ খেলানো চুল তাঁর স্টাইলকে দিয়েছে নিখুঁত ফিনিশিং টাচ।সহজ পোশাকেও কীভাবে এলিগ্যান্স ও আধুনিকতা বজায় রাখা যায়, দীপিকা পাড়ুকোনে আবারও তার উজ্জ্বল উদাহরণ তুলে ধরলেন।

‘মার্দানি ৩’ দেখে মুগ্ধ অক্ষয় কুমার, রানী মুখার্জিকে বললেন ‘অভিনয়ের দেবী’

মুম্বই : বলিউড অভিনেত্রী রানী মুখার্জি তাঁর সাম্প্রতিক ছবি ‘মার্দানি ৩’-তে শক্তিশালী অভিনয়ের জন্য প্রশংসায় ভাসছেন। পুলিশ অফিসার শিবানী শিবাজি রায়-এর চরিত্রে তাঁর অ্যাকশনভরা উপস্থিতি দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এবার ছবিটি দেখে প্রকাশ্যে নিজের উচ্ছ্বাস জানালেন অভিনেতা অক্ষয় কুমার। শনিবার অক্ষয় কুমার ইনস্টাগ্রামে ‘মার্দানি ৩’-এর ট্রেলার শেয়ার করে দর্শকদের প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে ছবি দেখার আহ্বান জানান। তিনি লেখেন, অভিনয়ের দেবীকে তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী অবতারে দেখতে যান। আমি ছবিটা দেখেছি, আমি ভালোবেসেছি। মিস করবেন না। অক্ষয়ের এই মন্তব্য দ্রুতই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় এবং রানীর অভিনয়কে ঘিরে আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ

করে।অক্ষয় ছাড়াও বলিউডের একাধিক তারকা রানী মুখার্জির অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অভিনেতা নীল নিতিন মুকেশ একটি দীর্ঘ পোস্টে লেখেন, নমস্কার জানাই রানী মুখার্জী। তুমি ভয়ংকর, নির্ভীক এবং পর্দায় সম্পূর্ণ কর্তৃত্বশীল। এটা শুধু তোমার সেরা অভিনয়গুলোর একটি নয়, বরং কেন তুমি আজও অনন্য, তার প্রমাণ। তুমি আগুনের মতো আরও শক্তিশালী, আরও ধারালো এবং আগের চেয়েও বিপজ্জনক। প্রতিটি ফ্রেমে তোমার শক্তি, বিশ্বাসযোগ্যতা ও সত্যতা ধরা পড়ে। রুপোলি পর্দার রানী আবারও হৃদয় জয় করলেন। এছাড়াও মহীপ কাপুর ছবিটি দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে লেখেন, মার্দানি ৩ সিটবেল্ট বেঁধে নিন, কারণ এই ছবি আপনাকে সিট ছেড়ে লাফাতে বাধ্য করবে মার্দানি ভালো লেগেছে, রানীকে ভালো লেগেছে।

পরিচালক অভিরাজ মিনাওয়ালা পরিচালিত ‘মার্দানি ৩’ জনপ্রিয় মার্দানি ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তি। ছবিতে রানী মুখার্জির পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন জাঙ্কি বোদিওয়ালা এবং মল্লিকা প্রসাদ। এই ছবিতে শিবানী শিবাজি রায়কে দেখা যায় একটি সংঘবদ্ধ মানবপাচার চক্রের পেছনে ছুটতে, যার মূল চরিত্র ‘আম্মা’, অভিনয়ে মল্লিকা প্রসাদ। তদন্তের সময় উঠে আসে অপ্রাপ্তবয়স্ক, বিশেষত কিশোরী মেয়েদের পাচার ঘিরে থাকা গভীর সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা। গল্প এগোয় শিবানী ও আম্মার মধ্যে এক তীব্র ও উত্তেজনাপূর্ণ সংঘর্ষের দিকে।সমালোচকদের কাছ থেকে ছবিটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেলেও বক্স অফিসে মুক্তির প্রথম দিনে ৪ কোটি টাকা আয় করেছে ‘মার্দানি ৩’। রানী মুখার্জির অভিনয়ই ছবির সবচেয়ে বড় শক্তি বলে মত দর্শক ও সমালোচকদের একাংশের।

রবিবার অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট এসোর বাজেট ২০২৬ শ্রবণ করেন।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭: কর ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কারের ঘোষণা

নয়াদিল্লি : কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারামন আজ সংসদে কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ পেশ করার সময় কর সংস্কারের ক্ষেত্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী প্রস্তাব ঘোষণা করেছেন। সরাসরি কর ও পরোক্ষ কর উভয় ক্ষেত্রেই এই প্রস্তাবগুলির লক্ষ্য হলো কর ব্যবস্থাকে আরও সহজ, স্বচ্ছ, প্রযুক্তিনির্ভর ও নাগরিক-বান্ধব করে তোলা, পাশাপাশি দেশীয় উৎপাদন, রপ্তানি প্রতিযোগিতা এবং বৈশ্বিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা।অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, নতুন আয়কর আইন, ২০২৫ আগামী এপ্রিল ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে। এই আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরলীকৃত আয়কর বিধি ও রিটার্ন ফর্ম শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জারি করা হবে। সাধারণ নাগরিকদের সম্মতি সহজ করতে আয়কর রিটার্ন ফর্মগুলি পুনরায় নকশা করা হয়েছে।

বিদেশ সফর প্যাকেজের ক্ষেত্রে টিসিএস হার বর্তমান ৫ শতাংশ ও ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশ করা হচ্ছে, কোনো সীমা ছাড়াই। লিবারালাইজড রেমিট্যান্স স্কিম-এর আওতায় বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য টিসিএস হার ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।জনশক্তি সরবরাহ পরিষেবাকে টিডিএস-এর উদ্দেশ্যে কন্ট্রাক্টরের আওতায় আনা হবে। এই ক্ষেত্রে টিডিএস হার হবে ১ শতাংশ অথবা ২ শতাংশ। ছোট করদাতাদের জন্য নিয়ম-ভিত্তিক একটি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া চালু করা হবে, যার মাধ্যমে মূল্যায়ন কর্মকর্তার কাছে আবেদন না করেই লোয়ার বা নিল টিডিএস ডিডাকশন সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। করদাতাদের সুবিধার্থে আয়কর রিটার্ন সংশোধনের সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর থেকে বাড়িয়ে ৩১ মার্চ করা হবে (নামমাত্র ফি সহ)। আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা ধাপে ধাপে নির্ধারণ করা হবে।

ছোট করদাতাদের বাস্তব সমস্যার কথা বিবেচনা করে সরকার একটি এককালীন ৬ মাসের বিদেশি সম্পদ ঘোষণা স্কিম চালু করবে। এটি প্রযোজ্য হবে ছাত্রছাত্রী, তরুণ পেশাজীবী, প্রযুক্তি কর্মী, স্থানান্তরিত এনআরআই ও অনুরূপ শ্রেণির জন্য, নির্দিষ্ট সীমার নিচে থাকা আয় বা সম্পদের ক্ষেত্রে। মামলা কমানোর লক্ষ্যে মূল্যায়ন ও জরিমানা সংক্রান্ত কার্যক্রম একটি যৌথ আদেশের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। আপিলের ক্ষেত্রে প্রি-ডিপোজিটের হার ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হবে এবং তা শুধুমাত্র মূল কর দাবির ওপর প্রযোজ্য হবে।পুনর্মূল্যায়ন শুরু হওয়ার পরও করদাতারা অতিরিক্ত ১০ শতাংশ কর দিয়ে রিটার্ন আপডেট করতে পারবেন। আন্ডার-রিপোর্টিংয়ের পাশাপাশি মিসরিপোর্টিং ক্ষেত্রেও জরিমানা ও মামলা থেকে রেহাইয়ের বিধান সম্প্রসারিত করা হচ্ছে, শর্তসাপেক্ষে ১০০ শতাংশ অতিরিক্ত কর পরিশোধের মাধ্যমে।

হিসাবপত্র বা নথি পেশে ব্যর্থতা এবং পণ্যের বিনিময়ে লেনদেনের ক্ষেত্রে টিডিএস সংক্রান্ত অপরাধ, এই বিষয়গুলিকে অপরাধমুক্ত করা হচ্ছে। ২০ লক্ষ টাকার কম মূল্যের অস্থাবর বিদেশি সম্পদ অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ না করলে, ১ অক্টোবর ২০২৪ থেকে পূর্বপ্রযোজ্যভাবে মামলা থেকে রেহাই দেওয়া হবে।প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির জন্য বিদ্যমান করছাড়ের আওতা বাড়িয়ে গবাদি পশুর খাদ্য এবং তুলা বীজ সরবরাহকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। নতুন কর ব্যবস্থায় আন্তঃসমবায় লভ্যাংশ আয়ের ওপর ছাড় দেওয়া হবে, যদি তা সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। নোটিফায়েড জাতীয় সমবায় ফেডারেশনগুলির জন্য তিন বছরের ডিভিডেন্ড করছাড়ও প্রস্তাবিত।সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, আইটিএস, কেপিও ও কন্ট্রাক্ট আরএন্ডডি পরিষেবাকে একত্রিত করে তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবা নামে একটি একক শ্রেণি গঠন করা হবে। সাধারণ নিরাপদ আশ্রয় মার্জিন ১৫.৫ শতাংশ, আইটি পরিষেবার জন্য নিরাপদ আশ্রয় ৩০০ কোটি থেকে বাড়িয়ে ২,০০০ কোটি টাকা এবং একবার অনুমোদিত হলে ৫ বছর পর্যন্ত বৈধতা। একতরফা উন্নত মূল্য নির্ধারণ চুক্তি প্রক্রিয়া দ্রুততর করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের সুযোগ দেওয়া হবে।ভারত থেকে ডেটা সেন্টার ব্যবহার করে বৈশ্বিক ক্লাউড পরিষেবা প্রদানকারী বিদেশি সংস্থাগুলিকে ২০৪৭ সাল পর্যন্ত কর ছাড় দেওয়া হবে। বন্ডেড ওয়্যারহাউসে কম্পোনেন্ট সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নন-রেসিডেন্টদের জন্য ২ শতাংশ মুনাফার অনুপাতের নিরাপদ আশ্রয় নির্ধারণ করা হয়েছে। নন-রেসিডেন্ট বিশেষজ্ঞদের জন্য পাঁচ বছর পর্যন্ত বৈদেশিক আয়ের করমুক্ত সুবিধা এবং প্রিজাম্পটিভ কর প্রদানকারীদের এমএটি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে।

কর প্রশাসনকে শক্তিশালী করতে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ও সিবিডিটি-এর যৌথ কমিটি গঠন, আইসিডিএস-কে ইন্ডাস-এর সঙ্গে সংযুক্ত করা ২০২৭-২৮ করবর্ষ থেকে আলাদা আইসিডিএস হিসাব বাতিলের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া, শেয়ার বাইব্যাক ক্যাপিটাল গেইন হিসেবে করযোগ্য, প্রোমোটারদের জন্য অতিরিক্ত বাইব্যাক কর, এসটিটি বৃদ্ধি (ফিউচার ও অপশন) এবং এমএটি-কে চূড়ান্ত কর হিসেবে নির্ধারণ, হার কমিয়ে ১৪ শতাংশ। অর্থমন্ত্রী জানান, কাস্টমস ও এক্সাইজ প্রস্তাবগুলির লক্ষ্য হলো ট্যারিফ সরলীকরণ, দেশীয় উৎপাদন সহায়তা, রপ্তানি প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি এবং ডিউটি ইনভার্সন সংশোধন। সামুদ্রিক খাদ্য, চামড়া ও টেক্সটাইলে ডিউটি-ফ্রি ইনপুট সীমা বৃদ্ধি, শক্তি, নিউক্লিয়ার, বিমান ও প্রতিরক্ষা খাতে শুল্ক ছাড় এবং ক্রিটিক্যাল মিনারেল প্রসেসিংয়ে ক্যাপিটাল গুডস করমুক্ত। ব্যক্তিগত ব্যবহারের আমদানিতে শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হবে।এছাড়া, এইও সুবিধা সম্প্রসারণ, অ্যাডভান্স রুলিংয়ের মেয়াদ ৫ বছর, এআই-ভিত্তিক নন-ইনট্রুসিভ স্ক্যানিং এবং একক ডিজিটাল উইন্ডোর মাধ্যমে কার্গো ক্লিয়ারেন্স প্রস্তাব রাখা হয়েছে বাজেটে। শুধু তাই নয়, রপ্তানি, মৎস্য ও ই-কমার্স ক্ষেত্রে উতাহ বাড়াতে ভারতীয় জাহাজে ধরা মাছ শুল্কমুক্ত, কুরিয়ার রপ্তানিতে ১০ লক্ষ টাকা সীমা প্রত্যাহার এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণে ব্যাগেজ বিধি সংশোধন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ কর ব্যবস্থাকে সহজ, ন্যায়সঙ্গত ও ভবিষ্যতমুখী করে গড়ে তোলার একটি সুসংহত প্রয়াস। এই প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়িত হলে করদাতা, শিল্প, বিনিয়োগকারী ও সাধারণ নাগরিক সকলেই উপকৃত হবেন।

বালোচিস্তানে রক্তক্ষয়ী অশান্তি, দায় ভারতের ঘাড়ে চাপাল পাকিস্তান; দিল্লির কড়া প্রত্যাখ্যান

ইসলামাবাদ/নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তানের বালোচিস্তান প্রদেশে ফের তীব্র রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা সামনে এল। গত কয়েক দিনে বালোচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) ও অন্যান্য বিদ্রোহী গোষ্ঠী পাঁচটি জেলার অন্তত ১২টি স্থানে হামলা চালিয়েছে বলে দাবি ইসলামাবাদের। এই হামলায় ১৭ জন পাক সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে বলে পাকিস্তানের নিরাপত্তা সূত্রের দাবি।

বিদ্রোহীদের তরফে 'অপারেশন হেরফ' নামে একটি অভিযানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার লক্ষ্য বালোচিস্তান থেকে পাক সেনাকে উৎখাত করা। অন্যদিকে পাকিস্তান সেনার পাল্টা অভিযানে ১৪৫ জন বিদ্রোহী নিহত হয়েছে বলে তাদের দাবি। পাশাপাশি, এই সংঘর্ষে অন্তত ৩১ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে বলেও জানিয়েছে পাক প্রশাসন। স্বাধীন সূত্রে এই পরিসংখ্যানের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

পরিস্থিতির জন্য সরাসরি ভারতের দিকে আঙুল তুলেছে ইসলামাবাদ। পাকিস্তানের এক সরকারি বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে, "ভারতের মদতপুষ্ট গোষ্ঠীগুলি" বালোচিস্তানে অশান্তি উস্কে দিচ্ছে।

এই অভিযোগ 'ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দিয়েছে নয়াদিল্লি। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক বিবৃতিতে বলেন, "আমরা পাকিস্তানের এই ভিত্তিহীন অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করছি। নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা ও অপশাসন থেকে মনোযোগ ঘোরাতে বারবার ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা তাদের পুরনো কৌশল।"

তিনি আরও বলেন, "বালোচিস্তানে দীর্ঘদিন ধরে অপশাসন, রাষ্ট্রীয় হিংসা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। সহিংস ঘটনাকে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে না দিয়ে ওই অঞ্চলের মানুষের ন্যায্য দাবিগুলির দিকে মনোযোগ দেওয়াই পাকিস্তানের উচিত।"

উল্লেখযোগ্য, বালোচিস্তানে দীর্ঘদিন ধরেই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই প্রদেশে স্থানীয় জনগণের বঞ্চনার অভিযোগ পুরনো। পাক সেনার অভিযানের বিরুদ্ধে বহুবার মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে বালোচ লিবারেশন আর্মির মতো সশস্ত্র সংগঠন সক্রিয় হয়ে ওঠে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, একদিকে আফগানিস্তান সীমান্তে অস্থিরতা, অন্যদিকে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-র হামলার চাপে ইসলামাবাদ এমনিতেই চাপে রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে বালোচিস্তানে বিদ্রোহী তৎপরতা বৃদ্ধি পাকিস্তানের নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জকে আরও জটিল করে তুলেছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি

● প্রথম পাতার পর

স্পষ্ট দিশা নির্ধারণ করেছে। তাঁর মতে, এই বাজেট ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিকে আরও গতিশীল করবে।

বাজেটে উৎপাদন শিল্পের প্রসার, বিশ্বমানের পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পর্যটন ক্ষেত্রের বিকাশের পাশাপাশি গ্রামীণ ভারতের ক্ষমতায়ন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা(এআই)-সহ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং তীর্থক্ষেত্রগুলির সার্বিক উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক (ডা) মানিক সাহা আরও বলেন, এই বাজেট দেশের যুব সমাজ, মহিলা ও কৃষকদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নতুন দিশা দেখাবে এবং গ্রাম থেকে শহরসব স্তরের মানুষের স্বপ্ন পূরণে সহায়ক হবে। পাশাপাশি, এই বাজেট আত্মনির্ভর ও বিশ্বমুখী ভারতের ভিত আরও মজবুত করবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মধুপুর এলাকায় বাইক

● প্রথম পাতার পর

বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে বাইক চালক নয়ন চৌধুরীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তাদের দুজনের বাড়ি দক্ষিণ চাম্পামুরা(বণিক পাড়া) এলাকায়।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মৃত দুই পরিবারের এমনকি এলাকা থেকে কয়েকশ মানুষ বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে উপস্থিত হয়। এদিকে নয়ন চৌধুরীর মা ছেলের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শোকে পাথর হয়ে যান। দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইকটিকে থানায় নিয়ে আসেন। বর্তমানে মৃত বাইক চালক বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে মর্গে রয়েছে। প্রসঙ্গ, রবিবার সকালে পুলিশ দুর্ঘটনায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন। এমনকি আজ ময়নাতদন্তের পর নয়ণকে আত্মীয় পরিজনের কাছে পৌঁছে তুলে দেন।

বাড়ছে কিসে? কমছে কি?

● প্রথম পাতার পর

তুলনামূলকভাবে সস্তা হবে।

দেশে তৈরি স্মার্টফোন ও ট্যাবলেটের দাম কমতে পারে। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কিছু আমদানি সামগ্রীর দামও শুল্ক কমার ফলে হ্রাস পেতে পারে।

এছাড়াও, চামড়া শিল্পের রপ্তানি বাড়াতে নির্দিষ্ট কিছু কাঁচামালের ওপর শুল্কমুক্ত আমদানির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে মার্কিন শুল্কের চাপের মুখে থাকা চামড়া রপ্তানিকারকদের কিছুটা স্বস্তি মিলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, বিলাসবহুল ঘড়ি ও আমদানি করা মদ আরও ব্যয়বহুল হবে। সিগারেট, বিড়ি, পানমসলা ও গুটখার মতো 'সিন গুডস'-এর ওপর কর বাড়ানোয় সেগুলির দামও বাড়বে।

কফি রোস্টিং, ব্রুইং ও ভেন্ডিং মেশিনের ওপর থাকা ছাড় তুলে নেওয়ায় এই যন্ত্রগুলির দাম বাড়তে পারে।

অ্যামোনিয়াম ফসফেট ও অ্যামোনিয়াম নাইট্রো-ফসফেটের আমদানিতে শুল্ক ছাড় প্রত্যাহার করায় সার উৎপাদন ব্যয় বাড়তে পারে। ফলে সারও আরও ব্যয়বহুল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এছাড়া, আমদানি করা টেলিভিশন সরঞ্জাম, ক্যামেরা, চলচ্চিত্র নির্মাণ ও শব্দ ধারণের বিভিন্ন যন্ত্রের দামও বাড়তে পারে।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এ একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় ওষুধ, ইভি ব্যাটারি, স্মার্টফোন ও সৌর প্যানেলের মতো পণ্যে স্বস্তি মিলবে, অন্যদিকে বিলাসপণ্য, মদ, তামাকজাত দ্রব্য ও কিছু শিল্পপণ্যে খরচ বাড়বে। সরকারের লক্ষ্য, এই নীতির মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদন ও আত্মনির্ভরতা আরও জোরদার করা।

হতাশাব্যাঞ্জক জন বিরোধী ঃ সিপিএম

● প্রথম পাতার পর

হবে তা অনুমান করে বাজেট পেশ করা হলেও যখন সংশোধিত বাজেট পেশ করা হয় তখন লক্ষ্য করা যায় আনুমানিক আয় এর ধারে কাছে পৌঁছাতে পারেনি এই সরকার। আয় বৃদ্ধি না হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই জনহিত খাতে খরচ কমেছে বাড়ানো হয়নি। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সর্বক্ষেত্রে এই আয় কমে গেছে। বাজেটে এর কোন বৃদ্ধি হয়নি।

জনহিত খাতে বাজেট কমিয়ে কর্পোরেট ফার্মের ট্যাক্সের ছাড় দেওয়া হচ্ছে, এমন কি বড় বড় কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের কর মুকুব করে দেওয়া হয়েছে। যার ফলেই অর্থনীতিতে এ প্রভাব পড়ছে বলে অভিযোগ করেন বিরোধীদল নেতা। কিন্তু অন্যদিকে ট্যাক্সের সাথে শুল্ক যোগ করা হচ্ছে। ফলে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে পড়েছে। কর্মসংস্থানের অভাব দেখা দিচ্ছে। সবকিছুর জন্য এই কেন্দ্রীয় বাজেটকেই দায়ী করলেন বিরোধী দলনেতা।

এদিকে বাজেটে ভিবি জি রাম জি প্রকল্পে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোন অতিরিক্ত বাজেট যোগ করা হয়নি বলে অভিযোগ করেন বিরোধী দলনেতা। এই বাজেটকে জনবিরোধী এবং হতাশাব্যাঞ্জক বলেই উল্লেখ করেন তিনি। তার কথা এর ফলে দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের উপর এই বাজেটের বিরূপ প্রভাব পড়বে বলে দাবি বিরোধীদল নেতার।

দেশবাসীর স্বপ্ন ও

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার পথে এই বাজেট আমাদের যাত্রার ভিত্তি। এটি ভারতের সংস্কার এক্সপ্রেসকে নতুন শক্তি ও গতি দেবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারত শুধু দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতি হয়ে থাকতেই সন্তুষ্ট নয়। এই বাজেট দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিতকে আরও মজবুত করেছে।

মোদীর কথায়, আমরা শুধু দ্রুততম বৃদ্ধির অর্থনীতি হয়ে থাকতে চাই না। যত দ্রুত সম্ভব বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়াই আমাদের লক্ষ্য। এটাই কোটি কোটি দেশবাসীর সংকল্প।

তিনি জানান, এই বাজেটে বিশ্বাসভিত্তিক শাসনব্যবস্থা এবং মানবকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রতিফলন রয়েছে। একইসঙ্গে রাজকোষ ঘাটতি কমানো, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং উচ্চ মূলধনী ব্যয়ের মাধ্যমে শক্তিশালী অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এবারের বাজেটে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) খাতে যে সহায়তা দেওয়া হয়েছে, তা তাদের স্থানীয় স্তর থেকে বৈশ্বিক স্তরে এগিয়ে যেতে নতুন শক্তি জোগাবে।

চোর সন্দেহে যুবককে আটক করে

● প্রথম পাতার পর

তাকে আটক করতে গেলে সে পালানোর চেষ্টা করে,
আর তখনই চোর সন্দেহে তাকে ধরে ফেলে জনতা।

আটক যুবকের নাম ইন্দ্রজিৎ দাস বলে জানা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ওই সময় তার সঙ্গে আরও এক যুবক ছিল, যার নাম মনোজ দাস। এলাকাবাসীর ধাওয়া খেয়ে মনোজ দাস পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে এবং তাকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠলে উত্তেজিত জনতা ইন্দ্রজিৎ দাসকে গণপিটুনি দেয় বলে অভিযোগ। পরে খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই যুবককে নিজেদের হেফাজতে নেয়।সাম্প্রতিক সময়ে তেলিয়ামুড়া ও আশপাশের এলাকায় একের পর এক চুরির ঘটনা এবং বিশেষ করে একই রাতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন দুইটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরিকান্ড ঘটে।

এই চুরিকান্ডে বেশকিছু দোকান থেকে নগদ অর্থ,সামগী সহ মোট ৪টি গ্যাস সিলিন্ডার চুরি হয়। চুরিকান্ড সংগঠিত হওয়া দোকানগুলির মালিকরা জানায় এই দোকানটি তাদের সংসার পরিচালনার একমাত্র মাধ্যম আর তাতে চোরের দলের নজর পড়ায় তারা একেবারেই সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। গোটা ঘটনার জেরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় ও সন্দেহের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

তারই প্রেক্ষাপটে একই রাতে অপরিচিত যুবকের এমনভাবে আটক হওয়ার ঘটনায় গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল ছড়িয়ে পড়ে। অপরদিকে একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটে থাকলেও পুলিশী নিরাপত্তা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে। একাংশের অভিমত একশ্রেণির নেশাসক্ত যুবকদের দ্বারাই এইধরনের চুরিকান্ডগুলো সংগঠিত হচ্ছে। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, হাসপাতালে এর সন্নিকটে সংগঠিত এই চুরিকান্ডের ঘটনার খবর তেলিয়ামুড়া থানা পুলিশকে দেওয়া সত্ত্বেও পরদিন সকাল ১১টা পর্যন্ত পুলিশের দেখা মেলেনি।

'বিকশিত ভারত'-এর সংকল্প

● প্রথম পাতার পর

ঘটিয়ে কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন, পরিকাঠামো, পর্যটন, সংস্কৃতি এবং আমাদের জ্ঞান-ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করবে। প্রকৃত অর্থেই এই বাজেট "উন্নয়নও, ঐতিহ্যও" এই মন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, উত্তর-পূর্ব ভারতের সার্বিক উন্নয়নকে এই বাজেটে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিকাঠামো, পর্যটন, উর্জা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বকে দেশের উন্নয়নের মূলধারার সঙ্গে আরও দৃঢ়ভাবে যুক্ত করা হয়েছে। এটি ' এ্যাক্ট ইস্ট, অ্যাক্ট ফাস্ট '-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে নতুন গতি প্রদানকারী একটি বাজেট।

সাংসদ আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় এমএসএমই, স্টার্টআপ এবং দেশীয় উৎপাদনকে শক্তিশালী সমর্থন দিয়ে 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করা হয়েছে। তিনি জানান , তিনি সম্পূর্ণ আশাবাদী, এই বাজেট সামাজিক ন্যায়, সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন এবং সুশাসনের মাধ্যমে বর্তমানের পাশাপাশি ভবিষ্যতের সমৃদ্ধশালী ভারত নির্মাণে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এই দূরদর্শী ও জনকল্যাণমূলক বাজেটের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং অর্থমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

সমাজদ্রোহীর বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র সহ হামলার অভিযোগ, চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

অনুপ্রবেশকারীদের জড়িত থাকার অভিযোগ সামনে আসায় বিষয়টি আরও গুরুতর আকার ধারণ করেছে।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আতঙ্কে সাধারণ মানুষ ঘরবন্দি হয়ে পড়েন বলে স্থানীয়দের দাবি। যদিও ঘটনার বিস্তারিত তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

মধুপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

স্থিতিশীল উন্নয়নের

● প্রথম পাতার পর

পেশ করেন নির্মলা সীতারামন। এটি ২০২৪ সালে টানা তৃতীয়বার এনডিএ সরকার ক্ষমতায় ফেরার পর দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ বাজেট। পাশাপাশি, সংসদে টানা নবমবার বাজেট পেশ করে দেশের প্রথম মহিলা অর্থমন্ত্রী হিসেবে নজির গড়লেন তিনি।

দেশের অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করা এবং দরিদ্র, বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তিনটি 'কর্তব্য' ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

রবিবার সংসদে কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ পেশ করার সময় তিনি বলেন, সরকারের 'সঙ্কল্প' বাস্তবায়নের পথে এবং কর্তব্য ভবনে প্রথম বাজেট পেশ করার প্রেক্ষিতে এই তিনটি কর্তব্য আমাদের অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। অর্থমন্ত্রীর কথায়, প্রথম কর্তব্য হল উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত ও স্থায়ী করা এবং বৈশ্বিক অস্থিরতার বিরুদ্ধে দেশের অর্থনীতিকে আরও দৃঢ় করা।

দ্বিতীয় কর্তব্য হিসেবে তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে তারা দেশের উন্নয়নের পথে সক্রিয় অংশীদার হতে পারেন।

তৃতীয় কর্তব্য প্রসঙ্গে নির্মলা সীতারামন বলেন, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর আদর্শ অনুযায়ী প্রতিটি পরিবার, সমাজ, অঞ্চল ও খাতে প্রয়োজনীয় সম্পদের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, সরকারের 'রিফর্ম এক্সপ্রেস' সঠিক পথেই এগোচ্ছে এবং এই গতি বজায় রেখেই দায়িত্ব পালনে সরকার এগিয়ে যাবে। বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগের কথা জানান। এর মধ্যে রয়েছে কৌশলগত ও অগ্রগামী খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, পুরনো শিল্পক্ষেত্রের পুনরুজ্জীবন, শক্তিশালী এমএসএমই গড়ে তোলা, পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর, দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং শহরভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা।

নতুন প্রযুক্তির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ উৎপাদন ব্যবস্থাকে বদলে দিচ্ছে এবং একইসঙ্গে জল, শক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজের চাহিদা বাড়াচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অন্তর্ভুক্তির মধ্যে ভারসাম্য রেখে 'বিকশিত ভারত' গড়ার পথে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাবে দেশ।

ক্যান্সার ও বিরল ওষুধের শুল্ক মকুব

● প্রথম পাতার পর

আনা হবে। এতে বিশেষায়িত থেরাপির প্রয়োজন থাকা রোগীরা আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন।

মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে কেন্দ্র। সীতারামন জানান, উত্তর ভারতে 'নিমহান্স-২' গড়ে তোলা হবে। বর্তমানে বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত নিমহান্সই দেশের একমাত্র শীর্ষ মানসিক স্বাস্থ্য ও নিউরোসায়েন্স গবেষণা কেন্দ্র।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নিমহান্স মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা, গবেষণা এবং বিশেষায়িত চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নতুন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে উত্তর ভারতের মানুষের জন্য উন্নত মানের মানসিক চিকিৎসা আরও সহজলভ্য হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এছাড়াও রাঁচি ও তেজপুরের জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী জানান, উত্তর ভারতে পর্যাপ্ত মানসিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অভাব থেকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বাজেটে জেলা হাসপাতালগুলির ক্ষমতা ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। জরুরি ও ট্রমা কেয়ার সেন্টার স্থাপন করে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় মানসিক ও দুর্ঘটনাজনিত চিকিৎসা পরিষেবা জোরদার করা হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (দিব্যাঙ্গজন) স্বনির্ভর ও মর্যাদাপূর্ণ জীবিকার সুযোগ দিতে দুটি নতুন প্রকল্পের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে দিব্যাঙ্গজন কৌশল যোজনা' ও 'দিব্যাঙ্গ সাহারা যোজনা।

দিব্যাঙ্গজন কৌশল যোজনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিবন্ধী গোষ্ঠীর উপযোগী প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে। অন্যদিকে দিব্যাঙ্গ সাহারা যোজনার অধীনে এএলআইএমসিও-কে সহায়ক যন্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি, গবেষণা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংযুক্তিকরণে সহায়তা করা হবে।

এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী দিব্যাশা কেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী করা এবং আধুনিক খুচরো বিপণন কেন্দ্রের আদলে 'অ্যাসিস্টিভ টেকনোলজি মার্ট' স্থাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী।

বাজেটে ত্রিপুরা সহ উত্তরপূর্বাঞ্চলে

● প্রথম পাতার পর

করা হবে, যাতে সেগুলি তীর্থস্থান ও পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। পাশাপাশি স্থানীয় পরিকাঠামো উন্নয়ন ও আধ্যাত্মিক পর্যটনকে উৎসাহিত করা হবে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও লেখক আনন্দ রঙ্গনাথন একসময় মন্তব্য করেছিলেন, বোধগয়াকে 'প্রাচ্যের ভ্যাটিকান' হিসেবে গড়ে তোলা উচিত। বোধগয়াই সেই পবিত্র স্থান, যেখানে গৌতম বুদ্ধ বোধিলাভ করেছিলেন। এখানেই অবস্থিত ঐতিহাসিক বোধিবৃক্ষ ও মহাবোধি মন্দির কমপ্লেক্স, যা বৌদ্ধদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেত্র।

বিশ্বজুড়ে প্রায় ৫৩ কোটি ৫০ লক্ষ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রয়েছেন। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও চিনের মতো দেশে বড় বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী রয়েছে। এই দেশগুলি থেকে বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রী ও পর্যটক বোধগয়ায় আসতে আগ্রহী, যদি পর্যাপ্ত পরিকাঠামো, প্রচার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

তবে এত গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও বোধগয়ার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে বরাদ্দ তুলনামূলকভাবে কম। প্রতিবছর মাত্র প্রায় আড়াই লক্ষ বিদেশি পর্যটক এখানে আসেন, যা সম্ভাবনার তুলনায় অত্যন্ত কম বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। উপযুক্ত বিনিয়োগ ও পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সংখ্যা কয়েকগুণ বাড়ানো সম্ভব বলে মত তাঁদের।

এই প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধ ধর্মীয় স্থানগুলির উন্নয়নে আরও বেশি বরাদ্দ ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এছাড়া বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী জানান, চিকিৎসা, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পর্যটনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি আরও মজবুত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

বাজেটে ঘোষিত প্রধান উদ্যোগগুলি হল, জাতীয় গন্তব্য ডিজিটাল নলেজ গ্রিড গঠন, যার মাধ্যমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ও ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলির ডিজিটাল নথিভুক্তিকরণ করা হবে।

লোথাল, সারনাথ, ধোলাভিরা ও হস্তিনাপুর-সহ ১৫টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের উন্নয়ন করে 'অভিজ্ঞতাভিত্তিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এতে পর্যটন বৃদ্ধি, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

বাণিজ্য ও শিল্প বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইন্টিগ্রেটেড ইস্ট কোস্ট করিডর গঠনের প্রস্তাব। বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বে পাঁচটি আঞ্চলিক মেডিক্যাল ট্যুরিজম হাব গড়ে তোলার ঘোষণা, যার মাধ্যমে ভারতকে চিকিৎসা পর্যটনের বিশ্বনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে উত্তর-পূর্ব ভারতসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যটন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন গতি আসবে।

ভোটার তালিকা নিয়ে হেরফেরের অভিযোগ: বাংলাদেশে জামাতকে ঘিরে বিএনপি, বাংলার রাজনীতির সুরে মিল

ঢাকা, ১ ফেব্রুয়ারি : ভোটার তালিকা নিয়ে কারচুপির অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক এবার বাংলাদেশেও। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস যে অভিযোগ তুলেছিল, প্রায় একই সুরে বাংলাদেশে জামাত-ই-ইসলামির বিরুদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করল বিএনপি।

রবিবার ঢাকার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান-সহ প্রতিনিধি দল। বৈঠকের পর বিএনপির তরফে দাবি করা হয়, দেশের কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় অস্বাভাবিক হারে নতুন ভোটার যুক্ত বা স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, "ইসি জানিয়েছে, খুব বেশি হয়নিকোনও আসনে দু'-তিন হাজারের বেশি ভোটার স্থানান্তরিত হয়নি। কিন্তু ইসির এই বক্তব্যে আমরা সন্তুষ্ট নই।" তাঁর অভিযোগ, প্রকৃত সংখ্যাটা আরও বেশি হতে পারে এবং নির্বাচন কমিশনকে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে, তা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। আসনভিত্তিক ভোটার স্থানান্তরের বিস্তারিত তথ্যও চেয়েছে বিএনপি।যদিও বিএনপি সরাসরি জামাত-ই-ইসলামির নাম করে অভিযোগ তোলেনি, তবু বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জামাতই তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ হওয়ায় অভিযোগের তির তাদের দিকেই বলেই মনে করছেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।উল্লেখ্য, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। ভোটের আগে ভোটার তালিকা নিয়ে এই অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে।প্রসঙ্গত, গত বছর পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) শুরুর আগে বিজেপির বিরুদ্ধে 'বাইরের লোক এনে ভোটার তালিকায় নাম তোলার চেষ্টা'র অভিযোগ তুলেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। শাসকদলের দাবি ছিল, বিভিন্ন বিধানসভা এলাকায় বিপুল সংখ্যক বহিরাগতকে ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। যদিও পরে সেই বিতর্ক কিছুটা স্তিমিত হয়।রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের আগে ভোটার তালিকা নিয়ে সংশয় ও অভিযোগ নতুন নয়। তবে এই ইস্যু ঘিরে দুই বাংলার রাজনৈতিক কথোপকথনে সাদৃশ্য দেখা যাওয়ায় বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বড়দোয়ালী মন্ডলের উদ্যোগে আগরতলায় সরাসরি দেখা হলো কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬—২৭

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি: রবিবার সংসদে কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬—২৭ পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। দেশের অর্থনৈতিক দিশা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ এই বাজেট পেশের অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখার জন্য আগরতলার বড়দোয়ালী মন্ডলের উদ্যোগে বিশেষ আয়োজন করা হয়।

এদিন বটতলা শিব মন্দির সংলগ্ন এলাকায় বড়দোয়ালী মন্ডলের উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিজেপি বড়দোয়ালী মন্ডলের সভাপতি শ্যামল কুমার দেব সহ মন্ডলের অন্যান্য পদাধিকারী, দলীয় নেতা ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থলে বড় পর্দার মাধ্যমে সংসদের বাজেট অধিবেশন সরাসরি সম্প্রচার করা হয়, যা মন্ডলের সদস্যরা একসঙ্গে বসে প্রত্যক্ষ করেন।

বাজেট পেশ শেষে সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্যামল কুমার দেব বলেন, কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬—২৭ সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখেই প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই বাজেটে কৃষক, শ্রমজীবী, যুব সমাজ, মহিলা সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উন্নয়নের জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতি বছরের মতো এবছরও এই বাজেট দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

তিনি আরও জানান, এই বাজেটের মাধ্যমে রাজ্য সহ সমগ্র দেশে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হবে এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলে তারা আশাবাদী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্য সরকার মানুষের কাছে সমস্ত মৌলিক পরিষেবা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি: রাজ্য সরকার আগরতলা সহ রাজ্যের নগর এলাকাগুলিকে আধুনিক পরিষেবার সাথে যুক্ত করে মানুষের কাছে সমস্ত মৌলিক পরিষেবা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। আগরতলা শহরের পরিকাঠামোর মানোন্নয়নের পাশাপাশি রাজন্য আমলের ইতিহাস সংরক্ষণেও সরকার সচেষ্ট। পাশাপাশি আগরতলা শহরে রাজন্য ইতিহাস জড়িত বিভিন্ন স্থানগুলি পুনরুদ্ধার করে পুনর্নির্মাণের কাজও করা হচ্ছে। তারমধ্যে অন্যতম হলো জ্যাকশন গেইট পুনর্নির্মাণ।

সরকার রাজ্যের ইতিহাসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আগরতলা শহরের রাজন্য ঐতিহাসিক স্থানগুলি পুনরুদ্ধার ও নির্মাণ করে আগামী প্রজন্মকে আগরতলা শহরের ইতিহাস জানার পথকে প্রশস্ত করতে চায়। রাজ্য সরকার মানুষকে পাশে নিয়ে মানুষের মতামত নিয়েই আগরতলা শহরকে অত্যাধুনিক শহরে পরিণত করতে চায়। আজ মহারাণী তুলসীবতী উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জ্যাকশন গেইট পুনর্নির্মাণের ভূমিপূজন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং আগরতলা পুরনিগমের ২০ নং ওয়ার্ডের নতুন দ্বিতল বিশিষ্ট ওয়ার্ড কার্যালয় ভবনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের শাসনকালে বাংলার গভর্নর স্যার ফ্রান্সিস স্টেনলি জ্যাকশনকে আগরতলায় স্বাগত জানানোর জন্য এই জ্যাকশন গেইট নির্মিত হয়েছিল। আজ এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন আমাদের অতীত ইতিহাস, সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও সম্মান জানানোর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আগরতলা শহরের বিভিন্ন পরিষেবার মানোন্নয়নে সরকার প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০২৫ সালে অমরুত ২.০ প্রকল্পে আগরতলা পুরনিগম এলাকায় নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে প্রায় ১১২ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। পুরনিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানীয়জলের পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। আগরতলা শহরে আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের মানুষের জন্য টুডা প্রকল্পের মাধ্যমে লাইট হাউস প্রকল্পে ফ্ল্যাট তুলে দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশনের আওতায় ৫৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৫টি বিভিন্ন প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়েছে। নগরোন্নয়নে ভালো কাজ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সেরা পারফরমার রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরাকে পুরস্কৃত করেছে। এছাড়াও স্বচ্ছ ভারত মিশনে ভালো কাজ করার জন্য মোস্ট ক্লিন স্টেট হিসেবে রাজ্য পুরস্কৃত হয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি শহরাঞ্চলে মহিলাদের আত্মনির্ভর করে তোলার প্রতি সরকার জোর দিয়েছে।

তেলিয়ামুড়ায় হাসপাতালের সামনে দোকানে চুরি, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি: তেলিয়ামুড়া থানাধীন তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মূল ফটকের সামনে অবস্থিত দুটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই এলাকার একটি চা দোকানসহ আরও একটি দোকানে গভীর রাতে চুরির ঘটনা ঘটে। চোরেরা দোকানের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে নগদ টাকা ও একটি গ্যাস সিলিন্ডার চুরি করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। সকালে দোকান খুলতে এসে দোকান মালিক বিষয়টি জানতে পারেন।

ঘটনার পর থেকেই এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এই এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশ টহল কার্যত অনুপস্থিত। ফলে বারবার এই ধরনের অপরাধমূলক ঘটনা ঘটছে বলে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। তবে এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক করা যায়নি বলে জানা গেছে। স্থানীয়রা অবিলম্বে নিয়মিত রাতের টহল ও নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন।

চারিপাড়া শান্তিপল্লীতে শান্তি সংঘ ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি: চারিপাড়া শান্তি পল্লীতে অবস্থিত শান্তি সংঘ ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ৩রা ফেব্রুয়ারি রাজ্যপাল শান্তি সংঘ ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন।

আজ থেকে আগামী ৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখ পর্যন্ত চারিপাড়া শান্তি পল্লীতে অবস্থিত শান্তি সংঘ ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদযাপিত হতে চলেছে। এই উপলক্ষে উৎসবের বিভিন্ন দিক সহ কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে আজ ক্লাব প্রাঙ্গণে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শান্তি সংঘ ক্লাবের কর্মকর্তাগণ, যারা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের কর্মসূচি ও পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

প্রতিষ্ঠাতা দিবস উপলক্ষে নাগেরজলায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি : দ্যা সাউথ ত্রিপুরা বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা দিবসকে সামনে রেখে আজ নাগেরজলা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বাস টার্মিনালে এক বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ছোটদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন বয়সের প্রতিযোগীরা অংশ নিয়ে নিজেদের সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় দেয়। উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কমল দেব। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রোগ্রাম চেয়ারম্যান বিজয় সাহা, সাধারণ সম্পাদক উত্তম সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রতিষ্ঠাতা দিবস উপলক্ষে এই ধরনের সাংস্কৃতিক উদ্যোগ ভবিষ্যতেও চালিয়ে যাওয়া হবে, যাতে শিশু-কিশোরদের মধ্যে সৃজনশীল চর্চা বাড়ে এবং সামাজিক সম্প্রীতি আরও দৃঢ় হয়।

ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি তপন চক্রবর্তীর প্রয়াণে সাংবাদিক মহলে শোক

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বর্ষীয়ান ক্রীড়া সাংবাদিক তপন চক্রবর্তীর প্রয়াণে রাজ্যের সাংবাদিক মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বুধবার ভোরে তিনি আগরতলার বাধারঘাটস্থিত নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তপন চক্রবর্তী ডেইলি দেশের কথা সংবাদপত্রে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ষীয়ান ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে কাজ করে গেছেন। ক্রীড়া সাংবাদিকতায় তাঁর অবদান রাজ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় বলে সহকর্মীরা জানান।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও এক পুত্র রেখে গেছেন। তার প্রয়াণের খবরে ক্রীড়া ও সাংবাদিক মহলে গভীর শোকের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

এদিন তাঁর মরদেহ আগরতলা প্রেসক্লাবে নিয়ে আসা হলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকরা শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও শোকজ্ঞাপন করেন। তপন চক্রবর্তীর প্রয়াণে রাজ্যের সাংবাদিকতায় এক অপূরণীয় ক্ষতি হলো বলে মত প্রকাশ করেন বহু প্রবীণ সাংবাদিক ও সহকর্মীরা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

এস.পি ধলাই ও জেআরসি-র প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। এস.পি ধলাই ক্রিকেট টিম এবং জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের মধ্যে এক বন্ধুত্বপূর্ণ-প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনে হাজারো ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমবাসায় রতন মনি মাঠে এবারও বিনোদনের উদ্দ্যেশ্যে একদিনের জন্য ক্রিকেট ম্যাচ উপভোগ করতে পেরে দু-দলের খেলোয়াড় এবং আয়োজকরা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছেন। আগামী দিনেও এ ধরনের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের মধ্য দিয়ে দুটি ইউনিটের সম্পর্ক জারি থাকবে বলে খেলোয়াড় এবং অতিথিদের প্রত্যেকেই অভিমত ব্যক্ত করেন। রাজ্যের বরিষ্ঠ ক্রীড়া সাংবাদিক তপন চক্রবর্তীর অকাল প্রয়াণে দু”দলের খেলোয়ার এবং মাঠে উপস্থিত কর্মকর্তা বৃন্দ প্রত্যেকে ওনার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। বেলা সাড়ে দশটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে এস.পি ধলাই ক্রিকেট টিম প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ১৬ ওভার খেলে ৮ উইকেট হারিয়ে জে.আর.সি ৯৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে বাপন দাস সর্বাধিক ২৯ রান পায়। এছাড়া, প্রিয়াংশের ২৫ রানও উল্লেখ করার মতো। এস.পি ধলাই-এর রাজেশ মিয়া ২৩ রান দিয়ে তিনটি এবং পীযূষ দেববর্মা ১৬ রানে দুটি উইকেট পান। এছাড়া, তুষার আচার্য্য ও বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী পেয়েছেন একটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে এস.পি ধলাই ক্রিকেট টিম ১৩ ওভার ৪ বল খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে অধিনায়ক অমিত কুমার ৩০ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয়ী করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের সুদৃশ্য ট্রফিও পেয়েছেন। ওপেনার সহ- অধিনায়ক বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীর সংগৃহীত ২৪ রানও উল্লেখ করার মতো। জে.আর.সি-র দিব্যেন্দু দে ১৭ রানে এবং জাকির হোসেন ১৮ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছেন। এছাড়া, বাপন দাস ও সুকান্ত পেয়েছেন একটি করে উইকেট। এছাড়া, এস.পি ধলাই ক্রিকেট টিমের হয়ে প্রণয় সিনহা, সুব্রত সরকার ডেনিয়্যাল দেববর্মা, বলরাম কান্তা, নন্দন দাস, অভিজিৎ দাস, অমরেশ মালাকার যেমন দুর্দান্ত খেলেছেন, তেমনি জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের হয়ে সুব্রত দেবনাথ (অধিনায়ক), সিশান চক্রবর্তী, মিল্টন ধর, পরাশর বিশ্বাস, কুমার, অনুপ-রা দারুণ খেলা উপহার দিয়েছেন। খেলা শুরুতে এবং শেষে দুটি বিশেষ অনুষ্ঠানে এস.পি ধলাই মিহির লাল দাস, এডিশনাল এস.পি উত্তম বণিক, ডি.সি তোহিটন ত্রিপুরা, এস.ডি.পি.ও নিরুপম দত্ত, ডি.এস.পি সাবির আহমেদ, ও.সি নন্দন দাস, জেআরসি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, টিম ক্যাপ্টেন সুব্রত দেবনাথ প্রমূখ দু দলের খেলোয়ারদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। বলা বাহুল্য, দিনটি এক দারুণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করলেন দুই দলের সদস্যরা। বলা বাহুল্য, বিশেষ সফরে বেরিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, কার্য্যকরী সদস্য রঞ্জিত দেববর্মা এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক সৌরজিৎ পাল ও সমরেশ দে প্রমূখ পুলিশ প্রশাসন ও সাংবাদিকের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের খবর পেয়ে খেলার শেষ পর্যায়ে মাঠে উপস্থিত হন এবং এ ধরনের উদ্যোগের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। আগামী দিনেও এ ধরনের ম্যাচ জারি থাকবে বলে অতিথি বৃন্দ বিশেষ করে এস.পি ধলাই মিহির লাল দাস, জেআরসি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ এবং দুরাভাষে সম্পাদক অভিষেক দে আশা ব্যক্ত করে দু”দলের খেলোয়াড়, আম্পায়ার ও স্কোরার সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সময় আসবেই, জানতেন সিরিজের সেরা সূর্য্য, ‘আমাদের দলে কেউ শতরানের কথা ভাবে না’, বলে দিলেন ম্যাচের সেরা ঈশান

খারাপ সময় কাটিয়ে ফর্মে ফিরেছেন সূর্য্যকুমার যাদব। দু’বছর পর জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের পর নজর কেড়েছেন ঈশান কিশনও। নিউ জিল্যান্ডকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নামতে চলেছে ভারত। ফুরফুরে পরিবেশ ভারতীয় দলে। খেলা শেষে সূর্য্য ও ঈশান দু’জনের মুখেই বিশ্বকাপের কথা।গত বছর ২১ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে মাত্র ২১৮ রান করেছিলেন সূর্য্য। গড় ছিল ১৪-এর কম। একটিও অর্ধশতরান করতে পারেননি। সেই সূর্য্যই এই সিরিজে পাঁচ ম্যাচে ২৪২ রান করেছেন। সিরিজে সর্বাধিক রান তাঁর। ৮০.৬৬ গড় ও ১৯৬.৭৪ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন তিনি। মেরেছেন তিনটি অর্ধশতরান। সূর্য্য জানতেন, সময় বদলাবেই। সেই কথাই আরও এক বার বললেন তিনি।সিরিজের সেরা হয়ে সূর্য্য বললেন, “এক বছরের অপেক্ষা শেষ হল। আমি এটার স্বপ্ন দেখছিলাম। আমি গত সিরিজের আগে অহমদাবাদে বলেছিলাম, স্কাই (সূর্য্যকে এই নামেই ডাকেন সকলে) থাকলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি বার বার বলেছি, রান পাচ্ছি না। কিন্তু ফর্মে আছি। এক বছর ধরে নিজের কাজ করেছি। জানতাম সময় আসবেই। বিশ্বকাপের ঠিক আগেই রান আসায় খুব ভাল লাগছে।”রানের খরা চলাকালীন হতাশ হননি সূর্য্য। তিনি ফিরে গিয়েছিলেন ড্রয়িং বোর্ডে। ভুল শোধরানোর চেষ্টা করেছেন। সূর্য্য বলেন, “খেলায় এটা হতেই পারে। শুধু ক্রিকেট নয়, অন্য সব খেলায় এই ছবি দেখা যায়। তাই ড্রয়িং বোর্ডে ফিরে গিয়েছি। কোথায় কোথায় ভুল করেছি, সেটা নিয়ে ভেবেছি। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়েছি। খুব কাছের কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরাও আমাকে জানিয়েছে, কোথায় কোথায় উন্নতি করতে হবে। অনেক পরিশ্রম করেছি। তার ফল পাচ্ছি।”এখন থেকেই বিশ্বকাপের কথা ভাবছেন সূর্য্য। অধিনায়ক হিসাবে দেশকে চ্যাম্পিয়ন করার সুযোগ রয়েছে তাঁর। তবে এখনই বিশ্বকাপের পুরো পরিকল্পনা করতে চাইছেন না সূর্য্য। সেটা করবেন প্রতিযোগিতা শুরুর আগে। সূর্য্য বলেন, “বিশ্বকাপের আগে আমাদের একটা প্রস্তুতি ম্যাচ আছে। তার আগে সকলে মিলে বসব। আলোচনা করব। তখনই ঠিক করব, বিশ্বকাপে কোন পরিকল্পনা নিয়ে নামব।”ভারত তিরুঅনন্তপুরমে ২৭১ রান করেও মাত্র ৪৮ রানে জিতেছে। অর্থাৎ, বোলারদের দিন ভাল যায়নি। সূর্য্য জানেন, এই ফরম্যাটে বোলারদের কাজ কঠিন। তার পরেও আরও ভাল পরিকল্পনা করে নামতে চান তিনি। ভারত অধিনায়ক বলেন, “আমি জানি, এই ফরম্যাট বোলারদের জন্য সবচেয়ে কঠিন। সকলে জানে, প্রতিপক্ষ হাত খুলে মারার চেষ্টা করবে। কিন্তু তার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে। আমাদের আরও ভাল পরিকল্পনা করতে হবে। অধিনায়ক হিসাবে তাতে আমারও ভূমিকা রয়েছে।”চলতি সিরিজে চারটি ম্যাচ খেলেছেন ঈশান। করেছেন ২১৫ রান। সিরিজে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান তাঁর। তা-ও এক ম্যাচ কম খেলে। ৫৩.৭৫ গড়ে ও ২৩১.১৮ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন। তিরুঅনন্তপুরমে ৪৩ বলে ১০৩ রানের ইনিংস খেলেছেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। পাশাপাশি একটি অর্ধশতরানও করেছেন। তিরুঅনন্তপুরমে ম্যাচের সেরা হয়ে বিশ্বকাপের প্রথম একাদশে নিজের জায়গা প্রায় পাকা করে ফেলেছেন তিনি। তাই এখন থেকেই বিশ্বকাপের কথা তাঁর মাথায়।জোড়া ছক্কা মেরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে নিজের প্রথম শতরান করেছেন ঈশান। অর্থাৎ, নজিরের সামনে দাঁড়িয়েও হাত খোলা থামাননি। ঈশান জানিয়েছেন, তাঁদের দলে এখন খেলার ধরনটাই এ রকম। তিনি বলেন, “আমরা এ ভাবেই খেলব ঠিক করেছি। এই দলের সকলে এ ভাবেই খেলবে। আমরা ব্যক্তিগত মাইলফলকের কথা ভাবি না। আমাদের দলে কেউ শতরানের কথা ভাবে না। ম্যাচ জেতার কথা ভাবে। কারণ, তখন ৬ রানের জন্য ছ’টা বল খেলার চেয়ে এক বলে ছক্কা মারাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমিও বল দেখে শট মারার চেষ্টা করেছি।”এখন থেকেই বিশ্বকাপের কথা ভাবছেন ঈশান। আরও ভাল খেলতে চান তিনি। ভারতের বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, “আমি এখনও নিজের সেরা ফর্মে আসিনি। ভাল খেলছি। পুরস্কার পাচ্ছি। কিন্তু এখনও উন্নতির জায়গা আছে। আমার লক্ষ্য বিশ্বকাপ। ওখানে আরও ভাল খেলতে হবে। আরও পরিশ্রম করতে হবে। এই ফর্মটাই বিশ্বকাপে ধরে রাখতে চাই।”

উইকেটকিপিংও গেল সঞ্জুর! শতরান করা ঈশানের হাতেই দস্তানা, বিশ্বকাপে স্যামসনের ভবিষ্যৎ কি ৭ দিন আগেই লিখে দিলেন গম্ভীর

ঘরের মাঠেই কি বিশ্বকাপের ভবিষ্যৎ স্পষ্ট হয়ে গেল সঞ্জু স্যামসনের? আরও এক বার রান পেলেন না তিনি। তার খেসারত দিতে হল। তিরুঅনন্তপুরমে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল উইকেটকিপিং থেকেও। দস্তানা হাতে দেখা গেল ঈশান কিশনকে। বিশ্বকাপের সাত দিন আগেই কি কোচ গৌতম গম্ভীর বুঝিয়ে দিলেন, বিশ্বকাপে প্রথম একাদশে জায়গা পাবেন না সঞ্জু।এই সিরিজে দুই উইকেটরক্ষক খেলিয়েছে ভারত। তিলক বর্মা না থাকায় সেই সুযোগ পেয়েছিল ভারত। কিন্তু চোট সারিয়ে তিলকের বিশ্বকাপে খেলা প্রায় পাকা। তিনি ঢুকলে ঈশান ও সঞ্জুর মধ্যে এক জন বাদ পড়বেন। পাঁচ ম্যাচের পর চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায়, এর পর ঈশানকে বাদ দেওয়ার কোনও জায়গা নেই। তিলক ঢুকলে বাদ পড়বেন সঞ্জুই।চলতি সিরিজে চারটি ম্যাচ খেলেছেন ঈশান। করেছেন ২১৫ রান। সিরিজে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান তাঁর। তা-ও এক ম্যাচ কম খেলে। ৫৩.৭৫ গড়ে ও ২৩১.১৮ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন। তিরুঅনন্তপুরমে ৪৩ বলে ১০৩ রানের ইনিংস খেলেছেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। পাশাপাশি একটি অর্ধশতরানও করেছেন। এই সিরিজে তিন নম্বরে খেললেও ওপেন করেন ঈশান। ফলে ওপেনার হিসাবে তাঁকে খেলাতে সমস্যা হবে না।সেখানে সঞ্জু পাঁচ ম্যাচে মাত্র ৪৬ রান করেছেন। ৯.২০ গড় ও ১৩৫.২৯ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন তিনি। একটি ইনিংসেও ভরসা জোগাতে পারেননি। তাঁর ব্যাটিং দেখে বোঝা গিয়েছে, আত্মবিশ্বাস একেবারে তলানিতে ভারতীয় ব্যাটারের। ফলে তাঁর বিশ্বকাপের প্রথম একাদশে খেলা কঠিন।এই সিরিজের শুরুতে গম্ভীর জানিয়েছিলেন, উইকেটের পিছনে সঞ্জুকেই দেখা যাবে। তবে সেই ভূমিকাতেও খুব একটা উজ্জ্বল দেখায়নি তাঁকে। চার ম্যাচে মাত্র দু’টি ক্যাচ ধরেছেন। তাঁর হাতের পাশ দিয়ে কয়েকটি বল গলেছে। রিঙ্কু সিংহের থ্রো থেকে রান আউটের সহজ সুযোগ নষ্ট করেছেন। সেই কারণে হয়তো তাঁর উপর ভরসা আরও হারিয়েছেন কোচ।তিরুঅনন্তপুরমে আউট হওয়ার পর ডাগআউটে গম্ভীরের একেবারে পাশে বসেছিলেন সঞ্জু। তখন ঈশান বিধ্বংসী ইনিংস খেলছেন। গম্ভীরের মুখে হালকা হাসি ছিল। পাশে বসে থাকা সঞ্জুর মুখ ছিল থমথমে। তখনই হয়তো গম্ভীর সঞ্জুকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, উইকেটকিপিং করতে হবে না তাঁকে। পরে ভারত ফিল্ডিং করতে নামার সময় দেখা যায়, দস্তানা হাতে নামছেন ঈশান। সঞ্জুকে বাউন্ডারিতে ফিল্ডিং করতে দেখা যায়। বিশ্বকাপের আগে এটিই ভারতের শেষ ম্যাচ। সেখানেই কি গম্ভীর বুঝিয়ে দিলেন, বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম একাদশে জায়গা হবে না সঞ্জুর। সেই ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে।

বিশ্বরেকর্ড সূর্য্যের, গত বছর ফর্মের ধারেকাছে না থেকেও দ্রুততম ৩০০০ রান ভারত অধিনায়কের

গত বছর রান খুঁজছিলেন। প্রতি ম্যাচে আউট হয়ে যাচ্ছিলেন। হতাশ হচ্ছিলেন। কিন্তু ভরসা হারাননি। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে রানে ফিরেছেন সূর্য্যকুমার যাদব। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে তিনটি অর্ধশতরান করেছেন। সেই সঙ্গে রেকর্ডও গড়েছেন তিনি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে কম বল খেলে ৩০০০ রান করেছেন তিনি।তিরুঅনন্তপুরমে ৩০ বলে ৬৩ রানের ইনিংস খেলেছেন সূর্য্য। এই ইনিংসের মাঝেই বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন তিনি। মাত্র ১৮২২ বল খেলে ৩০০০ রান করেছেন সূর্য্য। এত দিন এই রেকর্ড ছিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ক্রিকেটার মহম্মদ ওয়াসিমের দখলে। ১৯৪৭ বলে ৩০০০ রান করেছিলেন তিনি। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার জস বাটলার রয়েছেন তিন নম্বরে। ৩০০০ রান করতে ২০৬৮ বল নিয়েছেন তিনি।চার নম্বরে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ। তিনি নিয়েছেন ২০৭৭ বল। অস্ট্রেলিয়ার আর এক প্রাক্তন ক্রিকেটার ডেভিড ওয়ার্নার ২১১৩ বলে ৩০০০ রান করেছেন। ষষ্ঠ স্থানে ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তিনি ২১৪৯ বলে ৩০০০ রান করেছেন। তাঁর পরেই রয়েছেন বিরাট কোহলি। ৩০০০ রান করতে তিনি নিয়েছেন ২১৬৯ বল।

প্রবীণ ক্রীড়া সাংবাদিক তপন চক্রবর্তী প্রয়াত, শোক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাবের (টিএসজেসি) প্রাক্তন সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তপন চক্রবর্তী আজ, রবিবার ভোরে বাধারঘাটের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি ডেইলি দেশের কথা সংবাদ পত্রে দীর্ঘ বছর ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে কাজ করে গেছেন।

মৃত্যু কালে তিনি স্ত্রী ও এক পুত্র সহ অনেক গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন। তাঁর প্রয়াণে টিএসজেসি-র পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করে প্রয়াতের পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে। আজ সকালে প্রয়াতের মরদেহ উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে টিএসজেসি-র সামনে আনা হলে শেষ শ্রদ্ধা জানান সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী, কোষাধ্যক্ষ উৎপল ভট্টাচার্য্য, সহ-সম্পাদক কল্যাণ দেবনাথ, সিনিয়র সদস্য মণিময় রায়, অরিন্দম চক্রবর্তী, দীপঙ্কর দাস, মিঠুন কর, অর্পণ দে সহ সিনিয়র সাংবাদিক সমীর ধর প্রমুখ।

আইএসএল শুরুর দু’সপ্তাহ আগে নতুন ফুটবলার ইস্টবেঙ্গলে, ভারতীয় তারকা জেরিকে সই করাল লাল-হলুদ

আইএসএলের আগে দলকে আরও শক্তিশালী করছে ইস্টবেঙ্গল। ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু এ বারের প্রতিযোগিতা। তার দু’সপ্তাহ আগে ভারতীয় ফুটবলার জেরি মাওয়াইয়াকে সই করিয়েছে তারা। ওড়িশা এফসি থেকে তাঁকে নিয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড।মূলত উইঙ্গারের ভূমিকায় খেলেন জেরি। আগেই ইস্টবেঙ্গল নিয়েছিল বিপিন সিংহকে। এ বার আরও এক উইঙ্গার নিল তারা। তা থেকে স্পষ্ট, আগামী আইপিএলে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলার পরিকল্পনা করেছেন লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজো। ইস্টবেঙ্গলে ১৭ নম্বর জার্সি পরে খেলবেন জেরি।আইএসএলে বহু বছর খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে মিজোরামের ফুটবলার জেরির। ২০১৬ সালের ডিএসকে শিবাজিয়ান্সে কেরিয়ার শুরু তাঁর। সেই বছরই লোনে আইএসএলের ক্লাব নর্থইস্ট ইউনাইটেডে যান জেরি। পরের বছর তাঁকে কেনে জামশেদপুর এফসি। তাদের হয়ে দু’বছর খেলার পর ওড়িশায় যান জেরি। সেখানে ছ’বছর খেলেছেন তিনি। অর্থাৎ, আইএসএলের তিন দলের হয়ে ন’বছর খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে জেরির। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চাইছে ইস্টবেঙ্গল।জেরির প্রধান শক্তি তাঁর গতি। ৯০ মিনিট সমান গতিতে খেলতে পারেন। ২০২৩ সালে ওড়িশাকে সুপার কাপ জেতাতে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। আইএসএলে ১৪১ ম্যাচ খেলেছেন জেরি। করেছেন ১৮ গোল। ২২টি অ্যাসিস্টও রয়েছে জেরির। ভারতের হয়ে অনূর্ধ-১৯ ও অনূর্ধ-২৩ দলে খেলেছেন ২৮ বছর বয়সি এই ফুটবলার।জেরিকে সই করিয়ে লাল-হলুদ কোচ ব্রুজো বলেন, “আমরা এ বার কী পরিকল্পনা নিয়ে খেলতে চাই তা এই সই থেকে স্পষ্ট। ভারতীয় ফুটবলে জেরি বড় নাম। ওর গতি ও দক্ষতা খেলার ছবি বদলে দিতে পারে। আমরা এমন একটা দল তৈরি করতে চাইছি যারা জেতার জন্য মাঠে নামবে। সেই দলে জেরি গুরুত্বপূর্ণ।”ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়ে উত্তেজিত জেরি। তিনি বলেন, “ইস্টবেঙ্গলের মতো একটা ক্লাবে যোগ দিতে পেরে আমি উচ্ছ্বসিত। আমি মিজোরামের ছেলে। ছোটতে ইস্টবেঙ্গলে টুলুঙ্গার মতো মিজো ফুটবলারকে খেলতে দেখেছি। তাই আমি সব সময় ইস্টবেঙ্গলে খেলতে চাইতাম। সেই সুযোগ পেয়েছি। দলকে জেতানোর সব রকম চেষ্টা করব।”

রঞ্জি : ত্রিপুরার গুজরাট জয় ম্যাচে সেরা বিজয় শংকর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কর্তৃত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে ত্রিপুরা। রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটে। তাও মডেল রাজ্য গুজরাটকে চার উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে। এলিট সি গ্রুপে লীগ পর্যায়ের অন্তিম ম্যাচে এসে ত্রিপুরা দলের সরাসরি জয়। মনিশঙ্কর মুড়া সিংয়ের ১০১ তম রঞ্জি ম্যাচে ঐতিহাসিক জয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অনবদ্য এই জয়ের সুবাদে ত্রিপুরা দলের অবস্থান ৮ দলীয় এলিট সি বিভাগে আসামকে ছাপিয়ে সপ্তম স্থানে স্থির হয়েছে। আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরা দলের অধিনায়ক মনি শংকর মুরাসিং প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সফরকারি গুজরাট দুইদিন মিলিয়ে ১১৫ ওভার ৪ বল খেলে প্রথম ইনিংসে ৩৫২ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ত্রিপুরা দলও দুইদিন মিলিয়ে খেলে প্রথম ইনিংসে ৪২৭ রান সংগ্রহ করে, ৭৫ রানে লিড পায়।

গুজরাট ফের ৬৮ ওভার ৫ বল খেলে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৫২ রানে ইনিংস ঘোষণা করলে ত্রিপুরা দলের সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১৭৮ রানের। রোমাঞ্চকর ভাবে ২৭ ওভার ১ বল খেলে ত্রিপুরা দল ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। শ্রীদাম পালের ৬৪ রানের পাশাপাশি বাবুল দে-র ২৩ রান, বিজয় শঙ্করের ৩৫ রান, বিক্রম কুমার দাসের ১৯ রান এবং সপ্তম উইকেটের জুটিতে হনুমা বিহারীর অপরাজিত সাত রান এবং অভিজিৎ সরকারের অপরাজিত ১০ রান দলকে জয় এনে দেয়।। এছাড়া ব্যাটিংয়ে গুজরাট দলের অধিনায়ক এম হিংরাজিয়ার অপরাজিত ১৫০ রান এবং ত্রিপুরা দলের বিজয় শংকরের অপরাজিত ১৫১ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে মনিশঙ্কর মুরাসিং ২ ইনিংসে ৭ উইকেট পেয়েছেন। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে বিজয় শংকর প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব ও পেয়েছেন।

সলমনদের জার্সি উদ্বোধনও স্থগিত! টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে সকলকে অন্ধকারে রাখছে পাক বোর্ড

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা জিইয়ে রাখতে চাইছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। শনিবার বিশ্বকাপ নিয়ে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেও মুছে দেওয়ার পর বিশ্বকাপের জার্সির উদ্বোধনও স্থগিত করে দিলেন মহসিন নকভিরা। দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদেরও অন্ধকারে রাখছেন তাঁরা।শনিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচের টসের পর বিশ্বকাপের জার্সি প্রকাশ্যে আনা হবে বলে জানিয়েছিল পিসিবি। কিন্তু এ দিন সেই অনুষ্ঠান স্থগিত করে দেওয়া হয়। সলমন আলি আঘারা কেমন জার্সি পরে খেলবেন, তা অন্ধকারেই রাখা হল। ঠিক কী কারণে বিশ্বকাপের জার্সি উদ্বোধনের অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা হয়েছে, তা জানায়নি পিসিবি।বিশ্বকাপ খেলার ব্যাপারে এখনও সরকারি ভাবে কিছু জানায়নি পিসিবি। গত ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন পিসিবি চেয়ারম্যান নকভি। বাংলাদেশের অবস্থান এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত প্রধানমন্ত্রীকে জানান তিনি। পরে সমাজমাধ্যমে তিনি জানান, বিশ্বকাপ নিয়ে শুক্রবার অথবা সোমবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে। সেই মতো শুক্রবার কিছু জানাননি নকভিরা।শনিবার বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে পিসিবি। পরে সেটি মুছে দেওয়া হয়। পরে আবার বিজ্ঞপ্তিটি কিছুটা বদলে পোস্ট করা হয়। নতুন করে পোস্ট করা বিজ্ঞপ্তি থেকে বাদ দেওয়া হয় শ্রীলঙ্কা সফর সংক্রান্ত একটি স্তবক। যাতে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে লেখা ছিল। সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে অবস্থান এখনও স্পষ্ট করতে চাইছেন না পাক কর্তারা।

পাকিস্তানের বিশ্বকাপের প্রস্তুতি অবশ্য থেমে নেই।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তিন ম্যাচের প্রস্তুতি সিরিজ খেলছেন সলমন আলি আঘারা। দলের কলম্বো যাওয়ার বিমানের টিকিট কেটে ফেলেছেন পিসিবি কর্তারা। পাক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, আগামী ২ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে একই বিমানে শ্রীলঙ্কা যেতে পারেন সলমনেরা।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান বিতর্কের পর নতুন সমস্যায় আইসিসি, জয় শাহের বোর্ডের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ ক্রিকেটারদের সংগঠনের

এ বার আইসিসির বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ করেছে বিশ্ব ক্রিকেটারদের সংগঠন। তাদের দাবি, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে প্রত্যেক দেশের ক্রিকেটারের সঙ্গে সমান ব্যবহার করছে না জয় শাহের বোর্ড। ‘ক্রিকইনফো’ জানিয়েছে, ২০২৪ সালে ক্রিকেটারদের সংগঠনের সঙ্গে আইসিসি যে চুক্তি করেছিল, সেই চুক্তি এই বিশ্বকাপের আগে মানা হচ্ছে না। নতুন চুক্তি অনুযায়ী কাজ হচ্ছে।এই বিষয়ে আইসিসিকে চিঠি লিখেছে ক্রিকেটারদের সংগঠন। কিন্তু তাদের অভিযোগ মানতে নারাজ বিশ্বক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। তাদের দাবি, ২০২৪ সালের চুক্তি শুধুমাত্র আটটি দেশের ক্ষেত্রে কার্যকর। বিশ্বকাপে বাকি যে দেশগুলি অংশ নিচ্ছে তাদের ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে এই চুক্তি কার্যকর নয়। তাদের ক্ষেত্রে নতুন চুক্তি কার্যকর করা হবে।ক্রিকেটারদের সংগঠন আইসিসিকে জানিয়েছে, তাদের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক ক্রিকেটারের ক্ষেত্রে এই চুক্তি কার্যকর। পাশাপাশি যে সব দেশ বিশ্বকাপে নেই সেই সব দেশের ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রেও তা কার্যকর। তাদের মতে, প্রত্যেক ক্রিকেটারকে চুক্তির সুবিধা দেওয়া উচিত আইসিসির। কিন্তু তা দেওয়া হচ্ছে না। সেখানেই আপত্তি তাদের।ক্রিকেটারদের সংগঠনের সিইও টম মোফাট জানিয়েছেন, সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্রিকেটারদের সাক্ষাৎকার, তাঁদের নিয়ে ভিডিয়ো, সাজঘরে ক্রিকেটারদের অনুমতি, লাইসেন্স সংক্রান্ত চুক্তি প্রভৃতি বিঘ্নিত হচ্ছে নতুন চুক্তিতে। আগের চুক্তিতে ক্রিকেটারদের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ছাড় ছিল। কিন্তু নতুন চুক্তিতে সব সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট দেশের ক্রিকেট বোর্ড নেবে। ফলে ক্রিকেটারদের স্বার্থ লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে তারা।‘ক্রিকইনফো’-কে মোফাট বলেন, “আইসিসির কাজ ক্রিকেটারদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা। কিন্তু নতুন চুক্তিতে তা হচ্ছে না। সব দেশের সঙ্গে সমান ব্যবহার করা হচ্ছে না। বড় দেশের ক্রিকেটারেরা বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে। সেখানে এ বারের বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়া কিছু দেশের ক্রিকেটারেরা তা পাচ্ছে না। আইসিসির সাফল্যের নেপথ্যে ক্রিকেটারদের সংগঠনের হাত রয়েছে। দুই সংগঠন মিলে একসঙ্গে কাজ করে। কিন্তু এ বার তা হচ্ছে না।” যদিও মোফাটের এই অভিযোগ মানছেন না জয় শাহেরা। ফলে বিশ্বকাপের আগে নতুন সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা।

আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক করে লাল কার্ড দেখলেন সিন্ধু, সামলাতে হল রেফারিকে! হারলেন ম্যাচ, হার লক্ষ্যেরও

ব্যাডমিন্টনে দিনটা ভাল গেল না ভারতীয় তারকাদের। ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্স ৫০০ প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিলেন পিভি সিন্ধু ও লক্ষ্য সেন। দু’জনেই স্ট্রেট গেমে হারলেন। সিন্ধুকে লাল কার্ড দেখালেন চেয়ার আম্পায়ার। যদিও পরে ম্যাচ রেফারি সেই কার্ড প্রত্যাহার করে নেন।

জাকার্তায় শীর্ষবাছাই চিনের চেন ইউ ফেইয়ের বিরুদ্ধে প্রথম গেমে দাঁড়াতে পারেননি সিন্ধু। শুরু থেকে এগিয়ে গিয়েছিলেন চেন। সিন্ধু ফিরতে পারেননি। ১৩-২১ পয়েন্টে প্রথম গেম হারেন সিন্ধু।

দ্বিতীয় গেমের শুরুতে সিন্ধু এগিয়ে যান। কিন্তু সেই লিড ধরে রাখতে পারেননি তিনি। খেলায় ফেরেন চেন। গেমের মাঝামাঝি সময় দু’টি রিভিউ নষ্ট হয় সিন্ধুর। তার পরেও একটি সিদ্ধান্ত তাঁর বিরুদ্ধে যায়। সিন্ধুর হাতে আর রিভিউ ছিল না। ফলে চেয়ার আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে জড়ান তিনি। চেয়ার আম্পায়ার প্রথমে তাঁকে হলুদ কার্ড দেখান। তার পরেও সিন্ধু থামেননি। তখন তাঁকে লাল কার্ড দেখানো হয়। পরিস্থিতি সামলাতে কোর্টে নামেন ম্যাচ রেফারি। তিনি সিন্ধুকে শান্ত করেন। তাঁকে দেখানো লাল কার্ডও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

সেই সময় ১২-১৭ পিছিয়ে ছিলেন সিন্ধু। এই ঘটনার পর আরও আক্রমণাত্মক খেলেন তিনি। একটা সময় সিন্ধু পিছিয়ে ছিলেন ১৭-১৮ পয়েন্টে। দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি হয়তো চেনকে সেই গেমে হারিয়ে দেবেন। কিন্তু চেন নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ১৭-২১ পয়েন্টে সেই গেম জিতে ম্যাচ জিতে নেন।

তাইল্যান্ডের পানিতচাপন তিরারাতসাকুলের কাছে স্ট্রেট গেমে হারেন লক্ষ্যও (১৮-২১, ২০-২২)। এই প্রতিযোগিতায় সপ্তম বাছাই হিসাবে নেমেছিলেন লক্ষ্য। বিশ্বে পুরুষদের সিঙ্গলসে ১২ নম্বরে রয়েছেন তিনি। তাইল্যান্ডের ৪৪ নম্বর খেলোয়াড়ের কাছে হারলেন লক্ষ্য। ভারতীয় তারকা শুরু থেকে রক্ষণাত্মক খেলছিলেন। কিন্তু গোটা ম্যাচ জুড়ে একই ভাবে খেললে জেতা কঠিন। সেটাই দেখা গেল। আরও একটি প্রতিযোগিতায় হতাশ করলেন লক্ষ্য।

আগামী প্রজন্মের উন্নত ভবিষ্যতের জন্য সমস্ত এডিসি আসন জিততে হবে বিজেপিকে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি: জনজাতি অংশের জনগণ যদি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ এবং উন্নত ভবিষ্যত চান, তাহলে বিজেপিকে আসন্ন এডিসি নির্বাচনে সমস্ত ২৮টি আসন জয়ী করতে হবে। আর শান্তির পরিবেশ না থাকলে কোন অবস্থায় উন্নয়ন সম্ভব নয়।
ভারতীয় জনতা পার্টির মান্দাই মন্ডলের উদ্যোগে আজ বুরাখা বাজারে আয়োজিত এক যোগদান সভায় অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।
সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ এই যোগদান সভায় বিপুল পরিমাণে মা বোনেদের উপস্থিতি এটাই বোঝা যাচ্ছে যে আগামীদিনে কি হতে যাচ্ছে। এরমধ্যে আর দ্বিমত নেই যে খুমুলুং এ কি হতে যাচ্ছে। খুমুলুং এ ইতিমধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। আপনারা বুঝতে পারছেন যে ৩৫ বছর ধরে সিপিএম কিভাবে তিপ্রাসাদের শাসন করে গেছে। আর এখন যারা এডিসি চালাচ্ছে তাদের উপর আপনাদের অনেক বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আজ সেই বিশ্বাস পরিলক্ষিত হচ্ছে না।
সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সব জায়গাতেই এখন মানুষের বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপর চলে এসেছে। কারণ সিপিএমের সময়ে জনজাতিদের নানাভাবে সুড়সুড়ি দিয়ে রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীদের সৃষ্টি করা হয়েছে। এই তালিকায় এনএলএফটি, এটিটিএফ সহ অসংখ্য রয়েছে। এই জায়গার মধ্যেও কত নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। গোটা ত্রিপুরার মধ্যে একটা অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। ১৯৮০''র দাঙ্গা আপনারা নিশ্চয় ভুলে যান নি। একটা দেশ বা রাজ্যের উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হচ্ছে শান্তি। শান্তির পরিবেশ না থাকলে কোন অবস্থায় উন্নয়ন সম্ভব নয়। আজ দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার দিক দিয়ে নিচের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। কিছুদিন আগে রাজ্যের পুলিশ প্রধান সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন যে ২০ বছরের মধ্যে ৮.২ শতাংশ অপরাধ কমেছে। নীতি আয়োগ ত্রিপুরাকে ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসেবে ঘোষণা করেছে।
বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ত্রিপুরায় সব জায়গায় এখন উন্নয়ন আর উন্নয়ন। আর এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের অভিভাবক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সেবাই ধর্ম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর জনজাতিদের সার্বিক কল্যাণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি জনজাতি জনগণের সম্মান, উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করেছেন।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা সরকার ছাড়া এডিসির উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিনিয়োগকারীরা এডিসির কাছে যাবে না, কারণ তারা প্রথমে রাজ্য সরকারের সম্মতি চায় এবং তাদের আমাদের উপর বিশ্বাস রয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থ বর্ষে আমরা বাজেটের ৪০ു এর বেশি এডিসিকে দিয়েছি। আর আপনারা যদি পরবর্তী প্রজন্মকে আরও উন্নত করতে চান তবে আমাদের অবশ্যই এডিসি-র ২৮টি আসনে বিজেপি প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার গঠনের পর রাজ্য ব্যাপক উন্নয়নের সাক্ষী হচ্ছে। যেখানেই আমাদের বিজেপির জনজাতি কর্মীরা আক্রমণের শিকার হয়েছেন, সেখানেই আমি প্রথম গিয়েছি। এ কেমন রাজনীতি? সিপিএম এবং কংগ্রেসও হিংসা ও অশান্তির রাজনীতি করত।
এদিন যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, সদর গ্রামীণ জেলার সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, মান্দাই মন্ডলের সভাপতি অভিজিত দেববর্মা, বিএসি চেয়ারম্যান রণবীর দেববর্মা, বিকাশ দেববর্মা সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও কার্যকর্তাগণ। এই যোগদান সভা থেকে ১৫৩ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন।

বাজেটের আরও খবর ২,৩ ও ৫ পাতায়

আগরতলা প্রেসক্লাবের প্রবীণ সদস্য বরিষ্ঠ ক্রীড়া সাংবাদিক তপন চক্রবর্তীর মৃত্যুতে শোক

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী : আগরতলা প্রেসক্লাবের প্রবীণ সদস্য বরিষ্ঠ ক্রীড়া সাংবাদিক তপন চক্রবর্তী রবিবার সকাল সাড়ে ৬ টা নাগাদ শ্রীনগর পুলিশ হাসপাতাল সংলগ্ন ভাড়া বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। কর্মজীবনে তিনি ডেইলি দেশের কথার ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন সফলতার সঙ্গে।
আগরতলা প্রেসক্লাবের প্রতিটি কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করতেন। সর্বশেষ ২৬ জানুয়ারি সন্ধ্যার প্রীতি সম্মিলনীতেও অংশ নিয়েছেন তিনি। মৃত্যু কালে স্ত্রী ও এক পুত্র, পুত্র বধূ সহ অগণিত গুণমুগ্ধ রেখে গেছেন।
এদিন সকালে তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়েই শ্রীনগর স্থিত ভাড়া বাড়িতে ছুটে গেছেন সাংবাদিক সহ সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা।
আগরতলা প্রেসক্লাবে দেহ নিয়ে এলে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক সমীর ধর, সুজিত চক্রবর্তী, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, অলক ঘোষ, বিজয় পাল সহ পরিচালক কমিটির সদস্যরা। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের তরফেও আগরতলা প্রেসক্লাবে এসে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে আগরতলা প্রেসক্লাব গভীর শোক প্রকাশ করছে। প্রয়াতের পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে।

বিলোনীয়া পুরাতন টাউন হলে মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১ ফেব্রুয়ারি: রবিবার বিলোনীয়া পুরাতন টাউন হলের সোনারতরী মুক্ত মঞ্চে রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে গ্যেস্ট্রো, নাক,কান গলা, মেডিসিন, সার্জারি,স্ত্রী রোগ, রাজ্যের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দের নিয়ে হয় স্বাস্থ্য শিবির।
বিলোনীয়া শহর ও শহরতলীর সাধারণ অংশের মানুষ স্বাস্থ্য শিবিরে চিকিৎসকের পরামর্শ, চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহন করতে উপস্থিত হন।লায়ন্স ক্লাব গ্রীন বিলোনীয়া শাখার সুষ্ঠু পরিচালনার মধ্যে দিয়ে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়।স্বাস্থ্য শিবিরের উপসিত অতিথিরা আলোচনা রাখতে গিয়ে শরীরের যত্ন নেওয়া এবং সঠিক সময়ে তাঁরা যেন ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহন করার কথা বলেন।
লায়ন্স ক্লাব বিলোনিয়া গ্রীনের এই ধরনের মহতি উদ্যোগের জন্য সাধুবাদ জানান অতিথিরা। হাতের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়ে শিবিরে উপস্থিত সকলে লায়ন্স ক্লাব গ্রীন বিলোনিয়া শাখার এই ধরণের উদ্যোগের জন্য খুব খুশি।স্বাস্থ্য শিবিরে ছিলেন ডাঃ সুভদীপ পাল গ্যাস্ট্রো,ডাঃ অনিরবান বিশ্বাস এমডি মেডিসিন,ডাঃ অরুপ রায়,ডাঃ লিসা দেববর্মা স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ, ডাঃ অভিনব দেবনাথ সার্জারি,ডাঃ সাইলা নাক,কান, গলা,বিশেষজ্ঞ ডাক্তার গন শিবিরে ছিলেন বলে জানান সংস্থার পক্ষ থেকে।
মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চে ছিলেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চ্যায়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, বিলোনীয়া প্রেস ক্লাবের সম্পাদক স্নেহাশিস চক্রবর্তী, লায়ন্স ক্লাবের বরিষ্ঠ সদস্য চিন্ময় দাস,লায়ন্স ক্লাব গ্রীন বিলোনীয়া শাখার সভাপতি ডাঃ জগদীশ চন্দ্র নমঃ, সম্পাদক জয়জীৎ সোম সহ ক্লাবের কর্মকর্তাগন।

রাজ্য সরকার ঐতিহ্যবাহী মেলা ও ধর্মীয় উৎসবগুলির সংরক্ষণ ও বিকাশে সচেষ্ট রয়েছে: সমাজকল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি: রাজ্য সরকার ঐতিহ্যবাহী মেলা ও ধর্মীয় উৎসবগুলির সংরক্ষণ ও বিকাশে সচেষ্ট রয়েছে। আজ কৈলাসহরের খাওড়াবিলে চৌদ্দ দেবতা মেলা ও উৎসবের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণমন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। কৈলাসহর মহকুমা প্রশাসন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং গৌরনগর ব্লকের যৌথ উদ্যোগে এই উৎসব ও মেলার আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণমন্ত্রী বলেন, ঊনকোটি জেলায় দেশ বিদেশ থেকে আগত ভক্ত, পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থার লক্ষ্যে সোনামুখী এলাকায় প্রায় ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি আধুনিক আবাস নির্মাণের কাজ চলছে। এছাড়াও খাওড়াবিল চৌদ্দ দেবতা মন্দিরকে কেন্দ্র করে আগামীদিনে গেস্ট হাউস নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। যাতে দূরদূরান্ত থেকে আগত সাধুসন্ত, ভক্ত ও পুণ্যার্থীরা স্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থান করতে পারেন। এরফলে ধর্মীয় পর্যটকদের আগমনের পাশাপাশি এলাকার সামগ্রিক পর্যটন পরিকাঠামো আরও মজবুত হবে।
অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক বিপুল দাস। উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান লক্ষ্মী নম:, খাওড়াবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপালি নম:, কৈলাসহর পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন নীতিশ দে, ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সাগর শুভম দেবনাথ, মহকুমা জনজাতি কল্যাণ আধিকারিক মতিরঞ্জন দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মজলিশপুরে বাজেট অধিবেশন প্রত্যক্ষ করলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে 'বিকশিত ভারত' গড়ার মহৎ লক্ষ্যকে সামনে রেখে রবিবার সংসদে জনকল্যাণমুখী কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।
এই গুরুত্বপূর্ণ বাজেট পেশের মুহূর্তটি সরাসরি দেখার জন্য মজলিশপুর বিধানসভা এলাকায় দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। বাজেট ঘোষণার সম্পূর্ণ পর্ব মজলিশপুর বিধানসভার দলীয় কর্মী ও নেতৃত্ব একসঙ্গে বসে প্রত্যক্ষ করেন।
বাজেট পেশের পর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, দেশের সার্বিক উন্নয়ন, জনস্বার্থ সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখেই এই বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।
তিনি আরও জানান, এই বাজেটে কৃষক, যুব সমাজ, মহিলা, শ্রমজীবী মানুষ থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আত্মনির্ভর ভারতের ভিত আরও মজবুত করতে এই বাজেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
জনস্বার্থে ও দেশের অগ্রগতির লক্ষ্যে এই কল্যাণকর বাজেট প্রণয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

বিলোনীয়া বৈদ্যটিলাস্থিত আনন্দ মার্গ সিনিয়র বেসিক ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১ ফেব্রুয়ারি: বিলোনীয়া বৈদ্যটিলাস্থিত আনন্দ মার্গ সিনিয়র বেসিক ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রবিবার বিলোনীয়া শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়ামে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
বিকেলে প্রদীপ প্রজ্বলন করে আর্য্য কলোনি শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়াম মঞ্চে অনুষ্টানের সূচনা করেন বিলোনীয়া পুরপরিষদের চ্যায়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ এছাড়াও এই দিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন দক্ষিন জেলার জেলা শাসক মোহম্মদ সাজাদ পি, পুরপরিষদের শিক্ষা বিষয়ক সায়ী কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী,কাউন্সিলর রীনা দাস, সঞ্জিব দাস ইনচার্জ বৈদ্যের টিলা আনন্দমার্গ সিনিয়র বেসিক স্কুল, গোবিন্দ মজুমদার, প্রিন্সিপাল, পাইখোলা আনন্দমার্গ প্রাইমারী স্কুল, গদাধর বৈদ্য চেয়ারম্যান বৈদ্যের টিলা আনন্দমার্গ সিনিয়র বেসিক স্কুল,গৌরী শঙ্কর নন্দী ভক্তি প্রধান, আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ সহ আনন্দ মার্গের দায়িত্ব প্রাপ্ত গন।
অনুষ্ঠানের উদ্বোধক আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন লেখা পড়ার পাশাপাশি সমান প্রাধান্য দিয়ে অভিবাবক তাদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি ছেলে মেয়েদের মধ্যে তৈরী হয় সে মানসিকতা নিয়ে তারা যেন বড় হয়ে উঠতে পারে সে ভাব ধারায় চলছে আনন্দ মার্গ স্কুল গুলো। বিলোনিয়ার নাগরিক দের সহযোগিতায় স্কুল চলছে।আলোচনার পর স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে পরিবেশিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড।বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়।

দুটি গাড়ির সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, আহত এক পথচারী

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি: রবিবার সকালে ছুটির দিনে রাজধানীর বাণী বিদ্যাপীঠ স্কুল সংলগ্ন এলাকায় এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটে। একটি স্করপিও গাড়ির সঙ্গে একটি আরটিকা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় পথচারী এক মহিলা গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে ওই মহিলা চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গেছে।
ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়িকে থানায় নিয়ে যায় এবং গাড়ির মালিকদের বিষয়টি অবগত করা হয়। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বাজেট পেশে প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যের

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। বাজেট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের অর্থমন্ত্রী সারাদেশের মানুষের কথা মাথায় রেখেই এই বাজেট পেশ করেছেন।
সাংসদের বক্তব্য অনুযায়ী, এই বাজেটে সমাজের সব স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব বাস্তব রূপ পেতে চলেছে। বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মৌলিক অধিকারভুক্ত ক্ষেত্রশিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বস্তির কথা বিবেচনা করে করছাড়ের দিকেও বিশেষ নজর দিয়েছে কেন্দ্র সরকার।
রাজীব ভট্টাচার্য আরও জানান, এই বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য বিশেষ প্রভিশন রাখা হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্যও বরাদ্দ থাকাকে তিনি পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলে উল্লেখ করেন।

যাত্রাপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযান, লক্ষাধিক গাঁজা গাছ নষ্ট

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি: হাতেগোনা কয়েকদিন পরই গাঁজা ফসল তোলার সময়। ঠিক এই সময়ে যাত্রাপুর থানার উদ্যোগে যৌথ বাহিনী রবিবার বৃহৎ আকারের অভিযানে নেমে বিপুল পরিমাণ ফলন্ত গাঁজা গাছ কেটে আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছে বলে দাবি পুলিশের।
যাত্রাপুর থানার ওসি স্মৃতিকান্ত বর্ধন জানান, রবিবার সকাল প্রায় ৮টা থেকে অভিযান শুরু হয়। অভিযানে ৯ নম্বর টিএসআর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের পাশাপাশি ১৪, ১৫ ও ১১ নম্বর টিএসআর-এর জওয়ান এবং থানার অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা অংশ নেন।

নেপালি বস্তিতে যোগদান সভা: তিপ্রা মথা দলে সামিল ১৯০ আদিবাসী ভোটার

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি: এডিসির ১৪ নম্বর বোধজংনগর ওয়াকিনগর কেন্দ্রের অন্তর্গত শম্ভুরাম এডিসি ভিলেজের মালাবতী নেপালি বস্তিতে শনিবার এক যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ত্যাগ করে মোট ৬৩টি পরিবারের ১৯০ জন আদিবাসী ভোটার তিপ্রা মথা দলে যোগদান করেন।
এই যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের (এডিসি) দুই নির্বাহী সদস্য (ই.এম) রবীন্দ্র দেববর্মা ও রুনিয়েল দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দলের নারী সংগঠনের জেলা নেত্রী সাগরিকা দেববর্মা, তিপ্রা মথা ১৪ নম্বর বোধজংনগর—ওয়াকিনগর ব্লক সভাপতি দীপক দেববর্মা, বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তিপ্রা মথার বিজিত প্রার্থী নিতাই সরকার সহ দলের অন্যান্য স্থানীয় নেতা ও কর্মীরা।
সভা চলাকালীন নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তিপ্রা মথা দলে বরণ করে নেন উপস্থিত নেতৃত্ব।
এদিনের সভায় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, শম্ভুরাম এডিসি ভিলেজের জনগণ দীর্ঘদিন ধরে নানা সুযোগ—সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন।
যেহেতু এলাকাটি এডিসির অধীন, তাই তিপ্রা মথা দলের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ও আদিবাসী স্বার্থরক্ষার নীতিতে আস্থা রেখেই স্থানীয় মানুষ উন্নয়নের লক্ষ্যে তিপ্রা মথা দলে যোগদান করেছেন।
উপস্থিত তিপ্রা মথা নেতৃত্ব নবাগতদের আশ্বস্ত করে বলেন, এলাকার মানুষের সুখে—দুঃখে দল সবসময় পাশে থাকবে এবং স্থানীয় জনগণের যে সকল দাবি ও সমস্যা রয়েছে, সেগুলি পূরণে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো হবে।

কৈলাসহরে তিন বাংলাদেশি নাগরিক সহ দুই ভারতীয় সহযোগী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১ ফেব্রুয়ারি: গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সকালে কৈলাসহর থানার পুলিশ অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে তিনজন বাংলাদেশি নাগরিক সহ দুইজন ভারতীয় সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে।
কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকার জানান, পাইতুরবাজার নতুন মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় সাদা পোশাকে নজরদারি চালানোর সময় একটি মারুতি ভ্যানে পাঁচজন ব্যক্তির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হয় পুলিশের।
চেন্নাই যাওয়ার উদ্দেশ্যে ধর্মনগরের দিকে রওনা দেওয়া ওই গাড়িটিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় অসংলগ্ন উত্তর দেওয়ায় পুলিশ গাড়িটি তল্লাশি করে।
তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, আটক তিনজন বাংলাদেশি নাগরিক কুমিল্লা জেলার বাসিন্দা। তাদের নাম আরমান হোসেন, ইমরান হোসেন ও মনির হোসেন। পুলিশি জেরায় তারা অবৈধভাবে বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করার কথা স্বীকার করে। এছাড়াও, এই তিনজনকে অবৈধভাবে ভারতে আনা এবং চেন্নাই পাঠানোর অভিযোগে রাঙ্গাউটি এলাকার দুই বাসিন্দা ফারুক মিয়া ও আব্দুল কায়ুমকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার সঙ্গে জড়িত চক্রের অন্যান্য সদস্যদের খোঁজে তদন্ত শুরু হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটের দিকনির্দেশনা তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিতে কৃষ্ণপুরে বিজেপির বিশেষ কর্মসূচি

তেলিয়ামুড়া, ১ ফেব্রুয়ারি: সংসদের চলতি বাজেট অধিবেশনকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক নীতির দিকনির্দেশনা তৃণমূল স্তরের কর্মী ও সমর্থকদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে বিশেষ উদ্যোগ নিল বিজেপি ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডল। মণ্ডলের উদ্যোগে কৃষ্ণপুর মণ্ডল কার্যালয়ে এক বাজেট প্রস্তুতিকরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি মনোযোগ সহকারে শোনেন ও তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে চলতি বাজেটে জনজাতি কল্যাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাবকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়।
বাজেটের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, এই বাজেট শুধুমাত্র দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথনির্দেশ করছে না, বরং সমাজের প্রান্তিক ও জনজাতি অংশের আর্থ-সামাজিক উত্তরণে একটি সুদূরপ্রসারী রূপরেখা তৈরি করেছে। তাঁর মতে, "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ"-এর ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে এই বাজেট কার্যকর ভূমিকা নেবে এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়ক হবে।
মন্ত্রী আরও জানান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটি শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াবে। পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে রাজ্যে ও দেশে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির সম্প্রসারণের ফলে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষেরা সরাসরি উপকৃত হবেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।
এদিনের কর্মসূচিতে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলের সভাপতি ধনঞ্জয় দাস, মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক ওয়াথারাই মলসুম সহ মণ্ডলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকেরা। কর্মসূচির শেষে বাজেটের ইতিবাচক দিকগুলি নিয়ে কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও আলোচনা লক্ষ্য করা যায়।

শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের উদ্যোগে দ্বিতীয় বেবি ম্যারাথান আয়োজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। বিরাট অংশের শিশুদের উপস্থিতিতে রীতিমতো আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে বেবি ম্যারাথন টু সম্পূর্ণ হল এন এস আর সি সি তে গ্রাউন্ডে।আজ সকালে কবুতর উড়িয়ে নিউজ এন ই বাংলা এবং শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই দ্বিতীয় বেবি ম্যারাথন উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ ভক্তি সাধনন্দ জি। উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সম্পাদক রূপক সাহা , দৈনিক সংবাদ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাল ,অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিটি সাধারণ সম্পাদক সানিত দেব রায়
শ্রমজীবী পত্রিকার উত্তর প্রদেশ ইউনিয়নের সভাপতি তথা পিটিআই ব্যুরো চিফ ডক্টর এসপি গৌড় এবং টাটা স্টিল ২৫ মিটার ম্যারাথন মেডেল অর্জন কারী পূর্ণ লতা জি। এছাড়া পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায় এবং ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অলক ঘোষ প্রমুখ। বিভিন্ন বয়সের ১৮০ জন খুদে শিশু এই আসরে অংশগ্রহণ করেছে চার টিগ্রুপে ।কুড়িজন পার্টিসিপেন্ট ৮ মাস থেকে ১৪ মাস বয়সে ৬০ জন পার্টিসিপেন্ট করেছে দেড় থেকে আড়াই বছর বয়সে আড়াই থেকে চার বছর পার্টিসিপেন্ড করেছে ৫০ জন। চার থেকে ছয় বছর বয়সে পার্টিসিপেন্ট ছিল ৫০ জন। চারটি গ্রুপের যারা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান করেছে তাদের প্রত্যেককে রিয়েল গোল্ড মেডেল, সিলভার মেডেল এবং ব্রোঞ্জ মেডেল প্রদান করা হয়েছে এবং যারা অংশগ্রহণ করেছে প্রত্যেকে সার্টিফিকেট প্লাস ট্রফি প্রদান করা হয়েছে। হামাগুড়ি প্রতিযোগিতা আদিকা পাল,বরুন সাহা, দিবাংশী পাল প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। দেড় থেকে আড়াই বছর অনুসাপ পাল আদি গ্রুপ অস্মিতা শর্মা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান আড়াই থেকে চার বছর আধবিক চক্রবর্তী, আনুসা ধানুক, রিবন দে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান চার থেকে ছয় বছর বয়সে রাজদীপ সাহা আফরিন ইমরান আইনসা চক্রবর্তী প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas